সেনাদের দাড়ি রাখার উপর শত বছরের নিষেধাজ্ঞা তুলল ব্রিটেন

সারে-জমিন

প্রার্থী তুলে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

রূপসী বাংলা

দিল্লি দখলের লড়াই ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ!

সম্পাদকীয়

জানা সাহিত্যিকের অজানা জীবন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

রবি-আসর

৩৬৮ দিন, ৫০০০ মিনিট, ৬১ ম্যাচ অপরাজিত রদ্রি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৩১ মার্চ, ২০২৪
১৭ চৈত্র ১৪৩০
২০ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 89 ■ Daily APONZONE ■ 31 March 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

তারকা প্রচার প্রার্থীদের নগদ টাকা বহনের সীমা লক্ষ টাকা

আপনজন ডেস্ক: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) কেবল প্রার্থীদের উপরই নয়, তারকা প্রচারকদের উপরও ব্যয়ের সীমা বেঁধে দিয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রার্থী খরচের পাশাপাশি তারকা প্রচারকদের খরচের উপর কড়া নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন। স্টার ক্যাম্পেইনাররা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা নগদ রাখতে পারবেন, যেখানে প্রার্থীরা নিজেরা ৫০ হাজার টাকার বেশি নগদ রাখতে পারবেন না। যে কোনও অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, কমিশন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীদের জন্য ব্যয়ের সীমা ঘোষণা করেছে, কারণ ছোট রাজ্যগুলিতে সর্বাধিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে, যেখানে বড় রাজ্যগুলিতে এটি ৯৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেতে পারে।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারের হার ৬৩.২ শতাংশ

বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষোভই চিন্তা খলিলুরের

জাইদুল হক

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হল জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মাহাত্ম্য অনেক।

১৯৭১ সালে জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের লুতফুল হক আরএসপির বরুণ রায়কে হারিয়ে সাংসদ হন। কিন্তু ১৯৭৭ সালে তিনি সিপিএমের শশাঙ্কশেখর সান্যালের কাছে মাত্র ২১৮৬ ভোটে পরাজিত হন। সেই থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একটানা সিপিএম জিতে আসে। ১৯৯৬ সালে মুহাম্মদ ইদ্রিশ আলি বামেদের সেই একচ্ছত্র ভেঙে জয়ী হন। কিন্তু তারপর ফের সিপিএমের দখলে আসে জঙ্গিপুর। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি ২০০৪ সালে। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হন প্রণব মুখোপাধ্যায়। ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি জঙ্গিপুরের সাংসদ ছিলেন। ২০১২ সালে সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেন এবং রাষ্ট্রপতি হন। তাই জঙ্গিপুরের প্রসঙ্গ এলেই প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির কথা এসে পড়ে। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ইস্তফা দেওয়ার পর তার শূন্য আসনে জয়ী হন তারই পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে তিনি ২০১৯ সালে জঙ্গিপুরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের কাছে হেরে যান। শুধু তাই নয়, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের স্থান হয় তৃতীয়। দ্বিতীয় স্থান দখল করেন বিজেপি প্রার্থী মাফুজা বিবি। ফলে, বোঝাই যায় মুসলিম ভোটের একটা বড় অংশ পেয়েছিলেন। বলা যায়, মুসলিম ভোট ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাই মুসলিম প্রার্থী হিসেবেই মাফুজা বিবি ভাল ভোট পান। এবার অবশ্য বিজেপি মাফুজা বিবিকে প্রার্থী করেনি বিজেপি। এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে ধনঞ্জয় ঘোষকে। আর কংগ্রেস প্রার্থী করেছে মোর্তজা হোসেনকে। সেক্ষেত্রে বিজেপির কৌশল হতে পারে ৬৩.২ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত জঙ্গিপুরে মুসলিম ভোট ভাগাভাগি। তাহলে ধর্মীয় মেরুকরণের ফলে যদি হিন্দু ভোটের সিংহ ভাগ ধনঞ্জয় পান এই আশায় রয়েছে বিজেপি। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের বিশ্লেষণ বলছে, বিজেপির সেই আশা নিরাশায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবার প্রশ্ন, বাম কংগ্রেস জোট কতটা ধাক্কা দিতে পারে তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানকে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, মোস্তাক হোসেনের পতাকা বিড়ির পর খলিলুরের বিড়ি ব্যবসার স্থান। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ ও সুতি বিধানসবা কেন্দ্রের প্রায় সিংহভাগ এলাকা জড়িত বিড়ি শিল্পের সঙ্গে। এই এলাকা জুড়ে যে বিড়ি শ্রমিকরা রয়েছেন, তাদের তারাই অন্যতম ভোট ব্যাঙ্ক খলিলুরের। খলিলুর রহমান বিভিন্ন আপদে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করেন বলে অনেকে মানছেন। আর বিড়ি শ্রমিকদের বিড়ি শিল্পপতিদের প্রতি যে বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে তা স্পষ্ট। কারণ, বিড়ি শিল্পপতি ইমানি বিশ্বাস, জাকির হোসেন, বায়রন বিশ্বাস জিতেছেন বিড়ি শ্রমিকদের জোরেই। তবে, বিড়ি শ্রমিকদের অভিযোগ কি ভোটের আগে খলিলুর রহমান, ইমানি বিশ্বাস, জাকির হোসেন, বায়রন বিশ্বাসরা বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোটের পরে চুপ হয়ে যান। আবার অভিযোগও আছে, ভোটে জিতে জঙ্গিপুর সংলগ্ন এলাকা বাদে অন্য এলাকায় তার দেখা মেলে না। কিন্তু যেভাবে বায়রন বিশ্বাস কংগ্রেসের হয়ে জিতে তৃণমূলে গেছেন, তার ফলে সাগরদিঘি এলাকায় বায়রনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মোর্তজা হোসেনকে সহায়তা করে তুলতে পারে। আবার এনআরসি নিয়ে মমতার অভয় বাণী তুলে ধরায় খলিলুরে জমিন অনেকটাই শক্ত। তবে, এবার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি অনেকটাই ম্রিয়মান। তাই লড়াইটা মূলত খলিলুর রহমান বনাম মোর্তজা হোসেনের। তবে, জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থীর জেতাটা যে নির্ভর করছে বেশ কয়েক লক্ষ বিড়ি শ্রমিকদের উপর তাতে সন্দেহ নেই।

ভোট সভা ২০২৪ জঙ্গিপুর

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর আসনের সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটপ্রাপ্তির হার %

তৃণমূল: ৪৩.৬% বিজেপি: ২৪.৫% কংগ্রেস: ১৯.৮% বাম: ৭.৪%

বিধানসভা কেন্দ্র	তৃণমূল	বিজেপি	কংগ্রেস	সিপিএম
সুতি	৪৮	২৫.৮	১৪.৮১	৫.২
জঙ্গিপুর	৪১.২	৩৪.৩	১৫	৫.১
রঘুনাথগঞ্জ	৫২.১	১৬.১	১৭.১	৬.৪
সাগরদিঘি	৪২.৪	২৩.৬	২২.৮	৬.৯
লালগোলা	৩৭.৩	২৬.৭১	১৬.১	১৪.২
নবগ্রাম এসসি	৩৯	২৬.৪১	২৪.৫	৬.৮১
খড়গ্রাম এসসি	৪৪.৮	২৭.৮১	১৮.১	৫.৭

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন

২০২১ বিধানসভা ভোটের নিরিখে জঙ্গিপুর লোকসভা আসনে ভোটপ্রাপ্তির হার

তৃণমূল: ৫৬.৬৫% বিজেপি: ২২.৩৬% কংগ্রেস: ১২.৫% বাম: ৩.৩%

বিধানসভা ভিত্তিক	তৃণমূল %	বিজেপি %	সিপিএম %
সুতি	৫৮.৮৭	২৬.১৯	৮.৬৮*
জঙ্গিপুর	৬৮.৮২	২২.১৭	৪.৫৭**
রঘুনাথগঞ্জ	৬৬.৫৯	১৪.৯৮	৬.৭২*
সাগরদিঘি	৩৪.৯৪	১৩.৯৪	৪৭.৩৫*
লালগোলা	৫৬.৬৪	১৫.৪৮	২৪.৭৭*
নবগ্রাম এসসি	৪৮.১৮	৩১.১৪	১৮.৭৭
খড়গ্রাম এসসি	৫০.১৬	৩২.৬৪	১৪.৭৫

*সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন * কংগ্রেস ** আরএসপি*

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের হার

ভোটার: ১৬১৪০৮১ মোট বুথের সংখ্যা: ১৭৬২ মুসলিম: ৬৩.২%

বিধানসভা কেন্দ্র	মুসলিম %
সুতি	৬৪.৭
জঙ্গিপুর	৫৪..৩
রঘুনাথগঞ্জ	৭৯.৯
সাগরদিঘি	৬৩.৫
লালগোলা	৭৭.৩
নবগ্রাম এসসি	৫৩.২
খড়গ্রাম এসসি	৫০.৩

সূত্র: জনগণনা ২০১১ ও ২০১৯-এর ভোটার তালিকা

জঙ্গিপুর লোকসভা আসনের সাত বিধানসভায় জয়ী বিধায়ক (২০২১ সালের)

বিধানসভা কেন্দ্র	নাম	দল	ভোটপ্রাপ্তি %
সুতি	ইমানি বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৮.৮৭
জঙ্গিপুর	জাকির হোসেন	তৃণমূল	৬৮.৮২
রঘুনাথগঞ্জ	আখরুজ্জামান	তৃণমূল	৬৬.৫৯
সাগরদিঘি	বায়রন বিশ্বাস	কংগ্রেস	৪৭.৩৫
লালগোলা	মোহাম্মদ আলি	তৃণমূল	৫৬.৬৪
নবগ্রাম এসসি	কানাইচন্দ্র মণ্ডল	তৃণমূল	৪৮.১৮
খড়গ্রাম এসসি	আশীষ মারজিত	তৃণমূল	৫০.১৬

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন

ইসলামি ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী (উঃ মাঃ)

গ্রাম: মল্লিকপুর, পোষ্ট ও থানা : হাড়োয়া, জেলা: উঃ ২৪ পরগনা, পিন: ৭৪৩৪২৫

শাহীন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন্স (বিদার, কর্ণাটক) এর তত্ত্বাবধানে

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে

একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে

আমাদের পরিষেবা

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিলেবাস, ছাত্রদের জন্য (আবাসিক)

NEET-এর কোচিং
তত্ত্বাবধানে: Shaheen Group of Institution, Bidar, Karnataka (ছাত্র-ছাত্রী পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা)

হাফেজী বিভাগ
১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা (আবাসিক)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

★দ্বীনি শিক্ষা সহ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পঠন-পাঠন দেওয়া হয়।
★যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলীদ্বারা শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করা।
★একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি থেকে NEET-এর ফাউন্ডেশন কোর্স, (Follow NCERT সিলেবাস)।
★ NEET ফ্রেসার ও রিপিটার কোর্সের সুব্যবস্থা (তত্ত্বাবধানে Shaheen Group of Institutions)
★প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে ছাত্রদের হাত ধরে কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া হয়।
★সাবলীল ভাবে ইংরাজীতে কথা বলার জন্য স্পোকেন ইংলিশ শিক্ষা দেওয়া হয়।
★কোচিং ক্লাসে ইংরাজী, অঙ্ক সহ বিজ্ঞান বিভাগে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
★গেমস এবং মার্শাল আর্টের যোগ্য শিক্ষক দিয়ে ক্লাস করানো হয়।
★ড্রয়িং ক্লাসের সুব্যবস্থা আছে।

মাধ্যমিকের সর্বোচ্চ রেজাল্ট

2020 সাল	2021 সাল	2022 সাল	2023 সাল
প্রাপ্ত নম্বর 642	প্রাপ্ত নম্বর 693	প্রাপ্ত নম্বর 624	প্রাপ্ত নম্বর 618

উচ্চমাধ্যমিকের সর্বোচ্চ রেজাল্ট

2018 সাল	2019 সাল	2020 সাল	2021-23 সাল
প্রাপ্ত নম্বর 455	প্রাপ্ত নম্বর 445	প্রাপ্ত নম্বর 445	কোভিডের কারণে বন্ধ ছিল

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে আমাদের NEET রেজাল্ট

মোট পরীক্ষার্থী	সর্বোচ্চ নম্বর	৬০০ এর উপরে	৫০০ এর উপরে
৯ জন	৬২০	১ জন	৪ জন

আবাসিক শিক্ষক চাই
বিষয়: বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন
সত্বর মেইল-এ বায়োডাটা পাঠান hashimiainternationalacademy@gmail.com

8001559185
9564948722

অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ চলছে
ভিজিট করুন অথবা স্ক্যান করুন
www.hashimiainternationalacademy.com

al-aziz tours & travels

Office: Taki Road, Bibipur More, PO- Begumpur, PS- Matia, Basirhat, North 24 Pgs.

একটি হজ্ব ও উমরাহ্ এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান...

আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা দীর্ঘ দিন ধরে সুনামের সাথে হজ্ব ও উমরাহ্ পরিষেবা দিয়ে আসছি।

গাইড: আলহাজ্ব হাফেজ মোঃ আব্দুস সবুর
(পানিগোবরা দরবার শরীফ, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরঃ)

স্পেশাল উমরাহ্ প্যাকেজ...

জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর... প্রতি মাসের বুকিং চলছে
আজই যোগাযোগ করুন...

স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ ₹ 90,000/- প্রতি জন

ডিল্যাক্স প্যাকেজ ₹ 1,05,000/- প্রতি জন

ভি আই পি প্যাকেজ ₹ 1,20,000/- প্রতি জন

প্যাকেজ এ থাকবে...

✓ আসা যাওয়ার টিকিট, ইন্সুরেন্স সহ উমরাহ্ ভিসা।
✓ বুফে সিস্টেমে তিনবার সুস্বাদু বাঙালি খাবার।
✓ ট্রান্সপোর্ট, মক্কাহ, মদিনা, তায়েফ ও বদর জিয়ারাত।
✓ ২ টি ব্যাগ, ৫ লিটার জমজম, মুসল্লা, গাইড বই, তাওয়াফ তসবিহ...
✓ প্রতি গ্রুপের সাথে গাইড।

সর্বোত্তম পরিষেবা পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ডিসকাউন্টের জন্য নয়।

যোগাযোগঃ
✓ +91 96090 92893 (আলঃ হাফেজ মোঃ আব্দুস সবুর, বসিরহাট)
✓ +91 79809 09065 : হাজী আমজেদ আলি (হাতিয়াড়া, নিউটাউন)
✓ +91 97328 67373 : আলঃ মাওঃ গালিবুল ইসলাম (শিক্ষক, বসিহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা)

Office:
Taki Road, Bibipur More, Basirhat, Kolkata, West Bengal - 743437

+91 96475 15203 (Manager)
+91 96352 32042 (Office)

www.alaziztoursandtravels.com
alaziztoursandtravels@gmail.com

প্রথম নজর

হিলি এলাকার একাধিক জায়গায় রুট মার্চ বাহিনীর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: একাধিক জায়গায় রুট মার্চ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী।অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করবার জন্য এদিন হিলি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা।
জানা গিয়েছে, শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মানিকো, রামজীবনপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় এই রুট মার্চ চলে। এদিনের রুটমার্চে উপস্থিত ছিলেন হিলি থানার সাব ইন্সপেক্টর নিখিল চন্দ্র মন্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানেরা। এদিন এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন তাঁরা এবং অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করবার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। উল্লেখ্য, আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন। সেদিনই বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোটাভুটি। ইতিমধ্যে নমিনেশন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে জেলায়। ভোটাররা যাতে অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারে সেই কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন বুথে রুটমার্চ করানো হচ্ছে ভোটারদের মনে নির্বাচন নিয়ে বিশ্বাস তৈরি করার জন্য।

উত্তরপাড়ায় প্রেস কর্নার

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হুগলী উত্তরপাড়া প্রেস কর্নারের শুভ সূচনা হয়ে গেল। এদিন হুগলীর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় প্রেস কর্নারের ফিতে কেটে শুভ সূচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেন সাংবাদিক বীরেন্দ্র রায়. ভরত কুমার ঝা ও কাজী জিয়াউল হক।।

শতাব্দীর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন পুলিশকর্তাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার রাতে ফের আসন্ন লোকসভা ভোটের জন্য এর রাজ্যের দুটি কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। বীরভূম কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশীষ ধরকে।
দেবাশীষ বাবু সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।
কোচবিহারের শীতলকুচি কাণ্ডে দেবাশীষ ধর কে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল। বর্তমানে তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে কম্পালসারি ওয়েটিং লিস্টে ছিলেন। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার আগেই দেবাশীষ ধর স্বেচ্ছায় পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। সেই বিতর্কিত আইপিএস অফিসার এবার বীরভূমে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে ভোটে লড়বেন।
অপরদিকে জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে চিকিৎসক প্রণত টুডুকে প্রার্থী করা হয়েছে। ঝাড়গাম হাসপাতালে কর্মরত আদিবাসী মুখ হিসেবে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে এই চিকিৎসককে প্রাপ্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে পদ্ম শিবির। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে এবার লোকসভা ভোটে লড়াই তৃণমূল প্রার্থী বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক ও কবি কালিপদ সরেনের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালের চিকিৎসক প্রণত টুডুর। তবে বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেও শনিবার ডায়মন্ড হারবার ও আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়নি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত ৪০টি কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপির দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

কর্মীদের ভোট প্রচারের পাঠ মিল্টন রশিদের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● সিউড়ি

আপনজন: বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন মিল্টন রশিদ। লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থী তার নেতা কর্মীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য জেলার প্রতিটি ব্লক স্তরের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন প্রচারের জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন। কারণ তিনি নিজেই জেলা কংগ্রেস সভাপতি। সেই সঙ্গে তিনি বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী।সেই অর্থে তার পরিশ্রমও অত্যাধিক। নির্বাচনী প্রচার কোন এলাকায় কখন। কিভাবে তিনি তার নির্বাচনী ভোট প্রচার করবেন। জেলা সভাপতি হিসেবে সর্বাধিক ক্ষেত্রে তিনিই অধিক সিদ্ধান্ত নিবেন। প্রার্থী তার সাংসদ এলাকায় মুখ পরিচিত। জনসংযোগেও বরাবরই পটু। তার নির্বাচনী জয়ের ব্যাপারে অত্যাধিক আশাবাদী। নির্বাচনী সব রকম চাপ নিয়ে মাথা ঠান্ডা করে জেলার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত ছোটাছুটি করে তার কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনী কৌশল বুঝিয়ে দেওয়ার পাঠ দিচ্ছেন।
সেই মতো শনিবার সকালে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সিউড়ি ১ এবং সিউড়ি ২ নম্বর ব্লক সহ সিউড়ি শহর কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সিউড়ি শিক্ষক ভবনে নির্বাচনী বৈঠক করেন। তিনি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সেই মতে এদিন সাধারণ ভাবেই লোকাল বাসে জনসংযোগ রেখে তাকে যোগ দিতে দেখা গেলো সিউড়ির কর্মী বৈঠকে।

বিজেপিকে শর্ত সাপেক্ষে ৪২ আসনে প্রার্থী তুলে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানালেন অভিষেক

আসিফা লস্কর ও চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● ঢোলা

আপনজন: বাংলার ৪২ টি আসনেই প্রার্থী প্রত্যাহারের চ্যালেঞ্জ অভিষেকের কুলপির সভা মঞ্চ থেকে। চৈত্রের গরমে জমে উঠেছে ভোটের প্রচার। শনিবার ভিড়ে ঠাসা সভা মঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের প্রকল্পে নিয়ে আগেই নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, মোদী শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যদি দেখাতে পারে বাংলাকে গত ২ বছরের মধ্যে ১০০ দিনের খাতে ১০ পয়সাও দিয়েছে তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।অভিষেকের বেঁধে দেওয়া সেই সময় সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। ২ সপ্তাহ পরেও এ ব্যাপারে বিজেপির তরফে কোনও শ্বেতপত্র প্রকাশ হয়নি। ওই প্রসঙ্গ টেনে শনিবার কুলপির ঢোলার কর্মীসভা থেকে বিজেপিকে আরও বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন অভিষেক। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেন, “আমি এই মঞ্চ থেকে কথা দিচ্ছি, লোকসভা ভোটে বাংলার ৪২ টি আসন থেকেই তৃণমূল প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেবে।”
অভিষেকের মুখে এমন কথা শুনে কর্মীসভায় তখন পিন পড়ার নিস্তব্ধতা। এরপরই অভিষেক যোগ করেন, “বিনিময়ে বিজেপিকে কথা দিতে হবে, আগামী ৫ বছরের জন্য মানুষকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করবে!” এ দিনের কর্মীসভায় অভিষেক বলেন, “এর আগে ১০০ দিনের প্রকল্পে মোদী সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম। ২ সপ্তাহ পরেও কোন ও উচ্চবাচ্য নেই। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু করেছেন। এখন বাংলাকে দেখে বিজেপি ভোটের প্রচারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের কথা বলছে।”
প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক বলেন, “আমি আপনাকে যেটি চ্যালেঞ্জ করছি তা হল একটি বিজ্ঞপ্তি আনুন এবং ঘোষণা করুন যে আগামী ৫ বছরের জন্য মানুষকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা হবে। কথা দিচ্ছি, বিজেপি এই বিজ্ঞপ্তি আনলে সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ৪২ টি আসন থেকে তৃণমূল প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে নেবে।” সম্প্রতি বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছিল, ১০০ দিনের প্রকল্পে বাংলাকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের সরকার সেই টাকার হিসেব না দেওয়ার জন্যই বাকি টাকা আটকে রয়েছে অর্থাৎ আটকে থাকা টাকার দায় রাজ্যের ঘাড়েই ঠেলেছিল গেরুয়া শিবির। এরপরই ১০০ দিনের কাজে মোদীকে শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন অভিষেক। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এদিন বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস সরবরাহের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিজেপির স্নায়ুর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এখন দেখার বঙ্গ সফরে এসে এর জবাবে কী বলেন মোদী-শাহরা।
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে এদিনের কর্মীসভা থেকে অভিষেক আরও বলেন,“সারা বছর দেখা মেলে না, শুধু ভোটের সময় এসে মিথ্যে কথার ফুল ঝুরি। এবারে বাংলার মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে। রাজ্যজুড়ে জনতার গর্জন, বাংলার বিরোধীদের করবে বিসর্জন।” এদিন মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারকে সাথে নিয়ে অভিষেক বলেন, বাপি কাজের ছেলে। ওকে জিতিয়ে আনুন। আমি কথা দিচ্ছি ডায়মন্ড হারবারের পাশাপাশি এই কেন্দ্রের মানুষের পাশে থাকব।

অভিষেকের হাত ধরে মঞ্চে তৃণমূলে যোগদান বিজেপির বিধানসভার প্রার্থী

নকীব উদ্দিন গাজী ● ঢোলা

আপনজন: শনিবার দিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে কুলপি ব্লকের ঢোলা তে একটি জনসভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সেই জনসভা মঞ্চে বিজেপি থেকে দুই নেতা সহ ৫০ জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দিলেন।
রায়দিঘি বিধানসভা বিজেপির সমর্থনে প্রার্থী হয়েছিলেন শান্তনু বাপুলি, মন্দিরবাজার বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন দিলীপ জাটুয়া, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে থেকে অবশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের সামিল হতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন।
পাশাপাশি বেশ কিছু বিজেপি কর্মীরাও এই মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নেন। তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হন আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন কে তুলে ধরবেন সাধারণ মানুষের কাছে যাবে এবং বিপুল ভোটে যাতে জয় লাভ করে সেদিকেই তারা এলাকায় এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যে দুর্নীতি এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই নিয়ে সাধারণ মানুষকে জানাবেন বলে এমনটাই বললেন শান্তনু বাপুলি। শান্তনু বাপুলি বলেন বিজেপির কেবল শুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া অন্য কোন কাজ করেনি সাধারণ মানুষের ধোঁকা দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা কাজ করেছেন তা মুখে বলেছেন । এই বাংলার উন্নয়ন চায় না বিজেপি। বাংলার কেবলমাত্র ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চায় বিজেপি। তাই এই সাম্প্রদায়িক দল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। পাশাপাশি কেবল ভোটের সময় বিজেপির কর্মীদের মনে করে সারা বছরে দিল্লির নেতাদের দেখা যায় না। বাংলার সংস্কৃতি কৃষ্টি বজায় রাখতে বাংলার মানুষরা একমাত্র পারে। আর সেটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যুব নেতা তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।তাই আগামী দিনে বাংলার উন্নয়নের যজ্ঞে শামিল হতে চেয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সৈনিক হয়ে মানুষের কাজ করব।

মা ও শিশুর রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তে ধৃত ২

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রহস্যজনক ভাবে নিজের বাড়িতেই খুন হয়ে যায় এক আদিবাসী মা ও তার ছোট শিশু।রক্তাক্ত অবস্থায় দুজনকে ঘরের ভেতর পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরাই প্রথম পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মল্লারপুর থানার কানাচি গ্রামের আদিবাসি পাড়ায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দোষীদের গ্রেফতার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে শুক্রবার পথ অবরোধ করে মল্লারপুর থানায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আদিবাসী সংগঠন ভারত যাকাত মাঝি পরগনা মহল ও ভারতীয় জনতা দল।
মল্লারপুর থানার পক্ষ থেকে খুনিদের খুঁজে গ্রেফতার করার আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ উঠে যায়।কথা মতো ২৪ ঘন্টার আগেই মা ও শিশুর খুনিদের গ্রেফতার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। জানা যায় গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে মল্লারপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্থানীয় থানার কানাচি গ্রামের বাবর শেখ ও ডাম্বেল টুডুকে গ্রেফতার করে।মল্লারপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে শনিবার ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় বলে জানা যায়।উল্লেখ্য, মল্লারপুর থানার কানাচি গ্রামের আদিবাসি পাড়ায় মা (সূতি হাঁসদা) ও শিশুর রক্তাক্ত মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। খুনের রহস্য উদঘাটনে ইতিমধ্যে পুলিশ ধৃতদের জেরা করছে।ঘটনার সাথে আরো কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা এবং কি কারণে শিশু সহ মাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

হঠাৎই বিদ্যুৎ দফতরের পাওয়ার হাউসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড শান্তিপুরে

আরবাজ মোল্লা ● রানাঘাট

আপনজন: পাওয়ার হাউসে আগুন লেগে কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি, বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ এলাকাবাসীদের। তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের বাবলা পাওয়ার হাউসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই দিন সন্ধ্যা আনুমানিক সাতটা নাগাদ পাওয়ার হবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন এলাকাবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যে আগুন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করলেও সময়মতো দ্বিতীয় ইঞ্জিন না পৌঁছানোর কারণে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এলাকাবাসীদের মধ্যে। পাশাপাশি পাওয়ার হাউসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে চরম উদাসীনতার অভিযোগ উঠে আসে এলাকা থেকে। এই প্রসঙ্গে, স্থানীয় বাসিন্দা পলি পাল জানান, হঠাৎ করে এই দিন সন্ধ্যায় পাওয়ার হাউজের পেছনদিকে স্টোর রুমে আগুন ধরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পুড়িয়ে পড়লেও সময় মতো দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়ার কোন সদিচ্ছা দেখাইনি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ পর খবর পেয়ে একটি দমকল বাহিনীর ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও মাঝপথে ইঞ্জিনিয়ার জল ফুরিয়ে যায়। এরপর আগুন জ্বলতে থাকলেও দীর্ঘক্ষণ দ্বিতীয় ইঞ্জিন না এসে পৌঁছানোর কারণে স্বাভাবিকভাবেই আগুনে তীব্রতা বাড়তে থাকে। এছাড়াও পাওয়ার হাউসে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে গোটা এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাওয়ার হাউসে অগ্নি নির্বাহের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি বলেই এই অগ্নিকাণ্ড বলে দাবি করেন তিনি।
ফলে পরিবারের ছোট ছোট শিশু বৃদ্ধ ও গবাদি পশু নিয়ে ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পারহাউজের শ্রমিক দীনেশ ঠাকুর জানান, সন্ধ্যেবেলায় আগুন লাগার ঘটনাটি লোক মারফত খবর পাই। সেই সময় আমি পাহারোদের কাছাকাছি ছিলাম না। ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাই। আমার কাছে দমকলবাহিনীর নাম্বার না থাকার কারণে সেই মুহূর্তে আমি খবর দিতে পারিনি। কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পাওয়ার হাউজের পেছনদিকে বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র রয়েছে বলেও জানান দীনেশ বাবু। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণেই মূলত এই অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিক অনুমান এলাকাবাসী ও দমকল বাহিনীর।

জামালপুরে জোরকদমে প্রচার শর্মিলা সরকারের

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারের সমর্থনে জামালপুর বিধানসভা এলাকায় প্রচার কর্মসূচি করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শর্মিলা সরকার, জামালপুর বিধানসভার বিধায়ক অলক মাঝি, তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহমুদ খান সহ সর্বস্তরের নেতৃত্ব। সকাল ১০ টায় বিপত্তারিণী মন্দিরে পুজো দিয়ে গুহ মার্কেট পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করা হয়। এই কর্মসূচিতে রাস্তায় বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে এলাকাবাসীরা ফুল ও মালা নিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান জানান দুপুর ২ টায় কারবালাঘাট কোল্ড স্টোরেজে কর্মী বৈঠক, বিকাল ৪টায় কারালাঘাট থেকে গুহ মার্কেট পর্যন্ত পদযাত্রা, বিকাল ৬টায় গুহ মার্কেটে ইফতার পার্টি এবং সন্ধ্যা ৭টায় মহিন্দ্রা গ্রামের শ্মশান কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করবেন প্রার্থী। শর্মিলা সরকার জানান তিনি যেখানেই যাচ্ছেন মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছেন। তিনি আশা করছেন মানুষ তাকে নির্বাচিত করে দিল্লি পাঠাবেন তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে। বিরোধী প্রার্থীর গানবাঁধাকে কেন্দ্র করে বলেন উনি বয়স্ক মানুষ, উনি উনার মত প্রচার করছেন, আমি তাকে সম্মান জানাই। আমি আমার মত প্রচার করছি, কে কি করছে তাতে আমার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বিধায়ক অলক মাঝি বলেন রাজ্য সরকারের জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পাচ্ছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের সঙ্গে ২৪ ঘন্টা তারা পাশে আছেন। মানুষ তাদেরকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবেন। এই কর্মসূচিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিজেপি প্রার্থীর কুবাক্যের বিরোধিতা করা হয় ।

ট্রেন থেকে ২ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শুক্রবার রাতে দু’কোটি টাকার হেরোইন সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল আজিমগঞ্জ জিআরপি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও আজিমগঞ্জ জিআরপি থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায় বিভিন্ন ট্রেনে। শেষ পর্যন্ত খাগড়াঘাট স্টেশনে ১৫৯৬০ ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস থেকে শুক্রবার গভীর রাতে দু’কোটি টাকার হেরোইন সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম রাজা খান, মন্টু শেখ এবং রাজা খানের স্ত্রী রাধা বিবি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
তারা নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে ওই হেরোইন নিয়ে আসছিল বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি বহরমপুর থানা এলাকায়। বাড়ির কাছে এসেও শেষ রক্ষা হলো না তাদের। শেষ পর্যন্ত আজিমগঞ্জ জিআরপি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তিনি মাদক পাচারকারী।
শনিবার ধৃতদের বহরমপুরে মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে পাঠালে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বই ‘চুরি’ প্রধান শিক্ষকের, ধরলেন ওসি আসাদুল

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: মগরাহাটের বরিজপুর কানপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই চুরি করে বিক্রি করে বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেফতার হয় প্রধান শিক্ষক জগন্নাথ ঘোষ। মগরাহাট পশ্চিম ব্লক উস্থি থানা বরীজপুর কানপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। গত রবিবার হঠাৎ অভিযোগ ওঠে, প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় স্কুল থেকে বই চুরি করে বিক্রি করা হচ্ছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ রবিবার ছুটির দিন তাঁরা হঠাৎ স্কুলের মধ্যে লোকজনের হাঁটাচলার শব্দ পান। গ্রামের কয়েকজন গিয়ে দেখার চেষ্টা করেন বিষয়টা কী হচ্ছে। সেই সময়ই তাঁরা নাকি প্রধান শিক্ষক সহ কয়েকজনকে বই চুরি করে বিক্রি করতে দেখেন। সেই সময় স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্য সহ বেশ কয়েকজন গিয়ে প্রধান শিক্ষক কে হাতে নাতে ধরেন। এবং প্রধান শিক্ষক কে বলেন স্কুল কমিটিদের কাউকে না জানিয়ে স্কুলের বই বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সেই জন্য প্রধান শিক্ষক কে কিছু না বলে এস আই শিরাকল ও উস্থি থানায় লিখিত ভাবে প্রধান শিক্ষক এর বিরুদ্ধে কমপ্লেন জানানো হয়।
গ্রামবাসীদের এই কমপ্লেন এর ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল উস্থি থানার পুলিশ। সেই ভিত্তিতে এদিন এস আই ও উস্থি থানার ওসি মোহাম্মদ আসাদুল শেখ এর নেতৃত্বে বরিজপুর কানপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে সত্যতা যাচাই করে প্রধান শিক্ষক জগন্নাথ ঘোষ কে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এর কারণে গ্রেফতার করা হয়। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি প্রধান শিক্ষক জগন্নাথ ঘোষ। মূলত গ্রাম বাসীদের দাবি এটা শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে স্কুলের পড়ুয়ারা এখানে সমাজ বিরোধী কাজ কর্ম বর্জন ও শিক্ষামূলক কর্ম শিক্ষা নিতে আসে ,এই শিক্ষা কেন্দ্রে যদি প্রধান শিক্ষকই চর হয় স্কুলের বই চুরি করে, তাহলে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে। তাই এমন কলংক প্রধান শিক্ষককে সরানোর দাবি তোলেন গ্রামবাসীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চণ্ডীদাস স্মরণ মেলায় ইফতার মজলিশ

আমীরুল ইসলাম ● নানুর

আপনজন: নানুরে ফের সম্প্রীতির নজির। চণ্ডীদাস মেলা কমিটির উদ্যোগে মুসলিম ভাইদের জন্য ইফতার পার্টির আয়োজন করা হল চণ্ডীদাস স্মরণ উৎসবে।
রমজান মাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের রাখেন রোজা। তাই আজ নানুরে চণ্ডীদাস সরণ উৎসব ও চণ্ডীদাস মেলা কমিটির উদ্যোগে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল ইফতার পার্টির। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ জন রোজদার মানুষ এদিন ইফতার পার্টি তে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, নানুর ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রথম নজর

লন্ডনে ইরানি টিভি চ্যানেলের উপস্থাপককে ছুরিকাঘাত

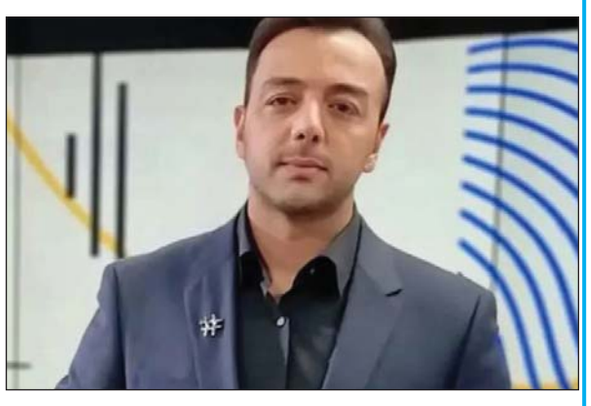

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক ইরানি টিভি চ্যানেল ইরান ইন্টারন্যাশনালের এক উপস্থাপককে ছুরিকাঘাত করেছে দুর্বৃত্তরা। লন্ডনে বাড়ির বাইরে তাকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করা হয়।

টিভি চ্যানেলটি জানায়, ছুরিকাঘাতের শিকার উপস্থাপকের নাম পুরিয়া জেরাতি (৩৬)। লন্ডনে বাড়ির বাইরে তার ওপর হামলা করে এক দল দুর্বৃত্ত। বর্তমানে পুরিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী কমান্ড ইউনিটের প্রধান ডমিনিক মারফি বলেন, হামলার পেছনে উদ্দেশ্য কী, তা খুঁজে বের করতে সন্ত্রাস দমনসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কর্মকর্তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা সম্ভাব্য সব বিষয় বিবেচনায় রাখছেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে এ-সংক্রান্ত খবরাখবর ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল ইরান ইন্টারন্যাশনাল।

পেরুর প্রেসিডেন্টের বাড়িতে পুলিশের অভিযান

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুর প্রেসিডেন্টের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছেন পুলিশ এবং প্রসিকিউটর অফিসের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা। তার বিরুদ্ধে বিলাসবহুল রোলেক্স ঘড়ি ব্যবহারের অভিযোগের তদন্তে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তের অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তের বাড়িতে শনিবার (৩০ মার্চ) ভোরে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে তা সম্প্রচার করা হয় স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল লাতিনায়।

অতি বিলাসবহুল এই ঘড়িগুলোর তথ্য গোপন রেখেছিলেন বলুয়ার্তে। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, টেলিভিশনে প্রচারিত ছবিতে তদন্তকারী দলের সরকারি এজেন্টদের প্রেসিডেন্টের বাসভবনে একটি স্লেজহ্যামার নিয়ে প্রবেশ করতে দেখা গেছে।

সরকারি বেতনে কীভাবে তিনি এত ব্যয়বহুল ঘড়ি ব্যবহার করতে পারেন সে সম্পর্কে করা প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, সেগুলো ১৮ বছর বয়স থেকে করা কঠোর পরিশ্রমের ফল।

কথিত আছে, তিনি মিডিয়াকে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করার অনুরোধ করেছিলেন।

স্থানীয় নিউজ আউটলেট লা এনসাররোনা প্রথমবার প্রেসিডেন্ট বলুয়ার্তের রোল্যাক্স ঘড়ি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট বলুয়ার্তে সরকারি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের রোলেক্স ঘড়ি পরেছিলেন। এরপরই চলতি মাসে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করে কর্তৃপক্ষ।

৬১ বছর বয়সী বলুয়ার্তে দৃঢ়ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। তিনি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, 'আমি খালি হাতে সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করেছি এবং খালি হাতেই আমি এখান থেকে বের হব।'

বলুয়ার্তে ২০২১ সালের জুলাইয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি মন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় এসেছিলেন। পরে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন।

সেনা সদস্যদের দাড়ি রাখার উপর শত বছরের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ব্রিটেন সরকার

আপনজন ডেস্ক: ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে ক্লিন-শেভ করার রেওয়াজ চলছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে। অবশেষে সেই রীতির ইতি টানছে যুক্তরাজ্য। সেনাবাহিনীতে দাড়ি রাখার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ইংল্যান্ড।

শনিবার থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সেনাসদস্য কিংবা যে কোনো কর্মকর্তা চাইলেই দাড়ি রাখতে পারবেন। এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাবাহিনীতে দাড়ি রাখার ক্ষেত্রে মানতে হবে কিছু নিয়ম। দাড়ি ও গোঁফ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্তভাবে রাখতে হবে।

এর আগে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও জার্মানির মতো বেশ কয়েকটি দেশের সেনাবাহিনী সৈন্যদের দাড়ি রাখার অনুমতি দিয়েছে। তবে আলোচনায় ছিল যুক্তরাজ্য। কারণ যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যে সেনাবাহিনীই সবার পরে দাড়ি রাখার অনুমতি দিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে টানা কয়েক বছর আলোচনার পর নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী শিখ, মুসলিম এবং রাস্তাফারিয়ানদের মতো কয়েকটি নির্দিষ্ট ধর্মের সেনাদের দাড়ি রাখার অনুমতি দিয়েছিল। যদি তাদের কার্যকারিতা, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে না ফেলে; কেবলমাত্র তবেই দাড়ি রাখার অনুমতি ছিল।

এর আগে, গত বছর যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শ্যাপস এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সেনাবাহিনীতে দাড়ি নিষিদ্ধ করা হাস্যকর।'

ইসলাম গ্রহণের পর রোজারত অবস্থায় ইউক্রেনীয় নারীর মৃত্যু, জানাজায় শত শত মানুষের সমাগম

আপনজন ডেস্ক: দুবাইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কয়েকঘণ্টা পরই মারা যান ২৯ বছর বয়সী এক ইউক্রেনীয় নারী। তার জানাজায় অংশ নিয়েছেন শত শত মানুষ। আমিরাতের জানাজা নামাজ সংক্রান্ত একটি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এ তথ্য জানিয়েছে। খবর খালিজ টাইমসের।

শুক্রবার ওই নারীর জানাজা পড়তে আল কুসাইস কবরস্থানের মসজিদে হাজার হাজার আমিরাতবাসী ও প্রবাসী উপস্থিত হয়েছেন।

দারিয়া কোৎসারেঙ্কো নামে ওই নারীর পরিবারের কেউ বা কোনো আত্মীয় দুবাইতে ছিল না বলে জানা গেছে। তবে তার মৃত্যুতে শোক ও ভালোবাসা দেখিয়েছে সাধারণ মানুষ।

বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, দারিয়া একজন পর্যটক হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এসেছিলেন। পরে তিনি এখানে চাকরি খুঁজতে শুরু করেন। এর মধ্যেই তিনি চাকরির পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

সংশ্লিষ্ট একটি নথিতে দেখা গেছে, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন দারিয়া। গত ২৫ মার্চ তিনি দুবাইতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয় বলে ধারণা। নতুন মুসলিম হিসেবে তিনি পবিত্র রমজানের রোজা রেখেছিলেন বলে জানা গেছে।

দারিয়ার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সাধারণ মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। এর ফলে শুক্রবার তার জানাজায় প্রচুর ভিড় দেখা গেছে।

তবে আমিরাতের বসিন্দাদের সংহতি জানানোর ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের জানাজায় শত শত মানুষের ভিড় দেখা গেছে।

২০২২ সালের নভেম্বরে লুই জেন মিচেল নামে ৯৩ বছর বয়সী এক নারী ইসলাম গ্রহণের পর মারা যান। সেসময় তার ছেলের সঙ্গে তিনি আমিরাতে ছিলেন। তার জানাজাতেও শত শত মানুষের ভিড় দেখা গেছে।

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নবী হোছাইনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি বিপন্ন লামচিতা, একটি গন্ধগোকুল ও এক জোড়া সাদা বক উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১৫-এর একটি দল। গত শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে র‍্যাবের এই অভিযান পরিচালিত হয়। পরে উদ্ধার করা প্রাণী দুলাহাজারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ইসরায়েলকে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত আরব বিশ্ব: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবসহ গোটা আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেছেন।

সংবাদমাধ্যম সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, বাইডেনের এই তহবিল সংগ্রহ ক্যাম্পেইনে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নির্বাচিত সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও বিল ক্লিনটন উপস্থিত ছিলেন। এ ক্যাম্পেইন থেকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সংঘাত বন্ধে দু-রাষ্ট্র সমাধানের কথাও বলেছেন বাইডেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, আমি এখনই বিস্তারিত বলতে চাইছি না। তবে আপনারা দেখুন, সৌদি আরব, কাতার, জর্ডানসহ আমরা অন্য আরব দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করছি। তারা ইসরায়েলকে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। প্রথমবারের মতো এই প্রস্তুতি নিয়েছে তারা।

বাইডেন এমন এক সময়ে এই কথা বললেন, যখন ইসরায়েল নির্বিচারে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় সাড়ে ৩২ হাজারের বেশি মানুষ নিহত ও ৭৬ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। এ ছাড়া, কিছুদিন আগেই সৌদি আরব জানিয়েছিল, গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধ না হলে এবং ১৯৬৭ সালের সীমান্ত অনুসারে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে না সৌদি আরব।

অনুষ্ঠানটি হয় নিউইয়র্কের বিখ্যাত রেডিও সিটি মিউজিক হলে। অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, বিশাল মিলনায়তনে হাজির অতিথিদের মধ্য থেকে কারও কারও প্রতিবাদের কারণে বাধার মুখে পড়েন বাইডেন। আলোচনার বিভিন্ন মুহূর্তে তারা চিৎকার করে গাজায় ইসরায়েলি অভিযানে বাইডেনের সমর্থন দেওয়ার প্রতিবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বিক্ষোভকারীদের একজন বলে ওঠেন, 'জো বাইডেন, আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।'

মার্কিন মুসলিমদের কষ্ট 'বোঝেন' বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর টানা অভিযানে হাজার হাজার বেসামরিক ফিলিস্তিনির নিহত হয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে মার্কিন মুসলিমরা যে খুবই মনোকষ্টে রয়েছেন, তা বোঝেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৯ মার্চ) এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছেন তিনি। খবর রয়টার্সের।

এক লিখিত বিবৃতিতে বাইডেন বলেন, 'গাজায় চরম মানবিক বিপর্যয় চলছে। প্রতিদিন শত শত বেসামরিক মানুষেল সেখানে নিহত হওয়া এবং সহিংসতার জেরে মার্কিন মুসলিমরা যে নিদারুন মানসিক কষ্টে আছেন তা আমরা বুঝতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও এ ইস্যুতে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত।' তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, বাইডেন এই বার্তা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েলের কাছে বোমা ও যুদ্ধবিমান বিক্রয় সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাইডেন প্রশাসন। চুক্তিতে যত সংখ্যক বোমা ও যুদ্ধবিমানের উল্লেখ রয়েছে, বর্তমান বাজারে সেসবের দাম শত কোটি ডলারের ওপর।

প্রসঙ্গত, ইসরায়েলের সবচেয়ে পুরোনো, বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্বের এই একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্রটিকে আর্থিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা সহায়তা দিয়ে আসছে ওয়াশিংটন।

সেই ধারাবাহিকতায় গাজায় হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েলকে সমরাস্ত্র ও রাজনৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র।

এমনকি এ পর্যন্ত জাতিসংঘে গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত যত প্রস্তাব উঠেছে, সেগুলো মধ্যে সর্বশেষ প্রস্তাবটি ব্যতীত বাকি সবগুলো ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে বাতিল করেছে ওয়াশিংটন।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে হামলা চলায় হামাস যোদ্ধারা। অতর্কিত সেই হামলায় ইসরায়েলে সেদিন নিহত হন ১ হাজার ২০০ মানুষ, সেই সঙ্গে ২৪০ জন মানুষকে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় হামাস যোদ্ধারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করলো যুক্তরাষ্ট্র

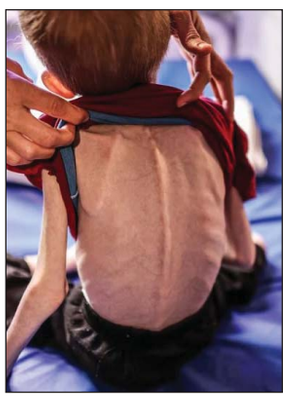

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার অন্তত কিছু এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছে বলে স্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইসরায়েলি অবরোধের কারণে ত্রাণবাহিনী ট্রাকের প্রবেশে বাধা ঘনবসতিপূর্ণ ছিটমহলে আরো সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, যদিও আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, দক্ষিণ ও কেন্দ্রে দুর্ভিক্ষের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে তবে এখনো নেই। উত্তরে এর ঝুঁকি ও উপস্থিতি উভয়ই রয়েছে এবং সম্ভবত অন্তত কিছু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ রয়েছে।

জানা গেছে, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ, যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ভূখণ্ড গাজার বাসিন্দাদের কাছে শিগগির খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ইসরায়েলকে আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)।

বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়েছে, এমন সময়ে আইসিজে থেকে এই নতুন আদেশ এলো, যখন গাজায় হামলা বাড়িয়েছে ইসরায়েল। গতকাল শুক্রবার ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলের বাহিনীর হামলায় ৭১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গত ৭ অক্টোবর থেকে ৩২ হাজার ৬২৩ জন নিহত হলো। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরো ৭৫ হাজারের বেশি মানুষ।

এদিকে চলতি মাসের শুরুর দিকে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছিল, গাজায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন। উত্তর গাজায় এটি মে মাসের মধ্যে ঘটতে পারে এবং জুলাইয়ের মধ্যে ছিটমহলজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সম্ভবত গাজার উত্তরে দুর্ভিক্ষের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং ক্ষুধা সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর ঘটনা শিগগিরই ঘটতে পারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৬ মি.

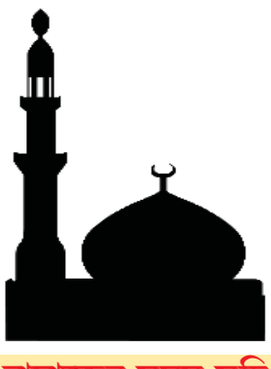

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৮	৫.২৯
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৬	
এশা	৭.০৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০৩	

ফুরফুরা শরীফের কায়েম ঢাকার দারুস সালামে ইফতারে মিশকাত সিদ্দিকী

আপনজন ডেস্ক: ফুরফুরা শরীফের কায়েম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা দারুস সালাম দরবার শরীফের ইফতার মাহফিল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং দরবারের ইফতার মাহফিলে আগত মেহমানদের নিয়ে মোনাজাত পরিচালনা করলেন ফুরফুরা শরীফের বর্তমান গদ্দিনশীন পীর আল্লামা শাইখ আবু বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী (হাফি:) হুজুর। উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য মানুষ।

হামাসের হামলায় এক ইসরায়েলি সেনা নিহত, আহত ১৬

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হামলায় এক সেনা নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ১৬ জন। আহতদের মধ্যে ছয়জন ইসরায়েলি কমান্ডো। শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল।

নিহতের নাম সার্জেন্ট ফার্স্ট ক্লাস অ্যালন কুদ্রিয়াসোভ (২১)। তিনি ইগোজ কমান্ডো ইউনিটের সেনা ছিলেন। আহতদের মধ্যে ছয় কমান্ডোর অবস্থা গুরুতর। তাদের সবাইকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, আহত কমান্ডোরা গাজার দক্ষিণাঞ্চলের একটি বাড়ির ভেতর অবস্থান নিয়েছিলেন। তখন তাদের লক্ষ্য করে আরপিজি ছোড়েন হামাসের যোদ্ধারা। এতে এক সেনা নিহত হন এবং ১৬ জন আহত হন। যার মধ্যে ৬ জন গুরুতর আহত হন। তাদের সবাইকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ওইদিন গাজায় ব্যাপক বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এর কয়েকদিন পর ট্যাংক ও অন্যান্য সাঁজোয়া যান নিয়ে গাজায় ঢুকে পড়ে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে চলা এ যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ২৫৪ ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো কয়েক হাজার সেনা। যাদের বেশিরভাগই পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

ইসরায়েলকে আবারো অস্ত্র সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও গাজায় লাশের সারি যেন থামছেই না। প্রতিদিনই সেখানে ইসরায়েলি হামলায় শত শত ফিলিস্তিনি প্রাণ হারাচ্ছে। এদিকে আন্তর্জাতিক চাপ এবং নানা ধরনের সমালোচনার পরেও গাজায় হামলা অব্যাহত রাখতে ইসরায়েলকে নতুন করে অস্ত্র সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন এই প্যাকেজে ২ হাজার পাউন্ডের বেশি বোমা ও ২৫টি এফ-থার্টি ফাইভ/এ যুদ্ধবিমান সরবরাহের অনুমোদন দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন।

শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'।

তবে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ এবং ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাস।

উল্লেখ্য, প্রায় ছয় মাস ধরে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যায় গাজা উপত্যকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলি হামলার শুরু থেকেই ইসরায়েল অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন পর্যন্ত এই হামলায় ৩২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

নিহতদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু। আহত হয়েছেন প্রায় ৭৫ হাজার মানুষ। এছাড়া গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার অধিকাংশই বাস্তুচ্যুত।

ইসরায়েলি 'গুপ্তচর'কে অস্ত্র সরবরাহের সন্দেহে মালয়েশিয়ায় গ্রেপ্তার ৩

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের একটি হোটেল থেকে ওই সশস্ত্র ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির পুলিশ। ৩৬ বছর বয়সী ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তি ইসরায়েলি গুপ্তচর বলে জানিয়েছেন শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা। মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলি পাসপোর্ট বহনকারী এই ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করার সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ মহাপরিদর্শক রাজারুদ্দিন হোসেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে ছয়টি হ্যান্ডগান ও ২০০ গুলিসহ আটক করা হয়েছে, তিনি ১২ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন। এই সময় তিনি একটি জাল ফরাসী পাসপোর্ট ব্যবহার করেছিলেন।' পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্দেহভাজন ব্যক্তি একটি ইসরায়েলি পাসপোর্ট বের করেন বলে রাজারুদ্দিন জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেছেন, "পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। তিনি ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের সদস্য হতে পারে। যদিও সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে বলেছে, সে পারিবারিক বিরোধের কারণে অন্য এক ইসরায়েলি নাগরিককে খুঁজতে মালয়েশিয়ায় এসেছেন।" তিনি আরো বলে, "তবে, আমরা তার করা মন্তব্য পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না। আমরা সন্দেহ করছি, অন্য কোনো ঘটনা থাকতে পারে।"

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৮৯ সংখ্যা, ১৭ চৈত্র ১৪৩০, ২০ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

‘সত্য’ কত গুরুত্বপূর্ণ

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান একটি মামলার শুনানিকালে তাহার আইনজীবীরা আদালতের উদ্দেশে বলিয়াছেন, ‘কিছু সময় মিথ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যা অনেক সময় সত্যকে জানিতে সহায়তা করে।’ প্রকৃতপক্ষে ‘মিথ্যা’ বুঝাইয়া দেয় ‘সত্য’ কত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অবাক করার বিষয়, ট্রাম্পের আইনজীবীরা ইহা জানিলেন কী করিয়া? ইহা তো উন্নয়নশীল বিশ্বের কথা! মিথ্যারও যে ‘মহত্ত্ব’ থাকিতে পারে, উন্নয়নশীল বিশ্ব ব্যতীত আর কোথাও কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ‘হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা।’ ইহাই কি উন্নয়নশীল বিশ্বের চিরন্তন বাস্তবতা নহে?

হাদিস শরিফে (তিরমিজি :১৯৭২) বর্ণিত আছে, ‘কেহ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশতারা ঐ মিথ্যাবাদী থেকে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়।’ এই অমোঘ সত্য জানিবার পরও উন্নয়নশীল বিশ্বের একশ্রেণির মানুষ মিথ্যার রাস্তা হইতে সরিয়া আসে না। সকল সময় প্রয়োজন ও ব্যক্তিস্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে। ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বে মিথ্যার একাধিপত্যই অধিক লক্ষণীয়। কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, খেয়ালে-বেখেয়ালে মিথ্যা বলাই যেন এইখানকার চিরস্থায়ী রেওয়াজ। মাঠেঘাটে, হাটেবাজারে, অর্থনীতিতে বা রাজনীতিতে–উন্নয়নশীল বিশ্বে সর্বত্রই যেন মিথ্যার দৌরাত্ম্য! এইখানে মিথ্যার নিকট সত্য হারিতেছে হররোজ। মিথ্যার দাপটের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে সত্য। করিবেই না কেন?

আশ্চর্যজনকভাবে এই সমস্ত দেশে মিথ্যাবাদীরাই জনপ্রিয়, সত্যবাদীরা আক্রান্ত।

লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, উন্নয়নশীল বিশ্বে মিথ্যার রাজ্য চলিতেছে! এইখানে সর্বত্রই মিথ্যার জয়জয়কার। সত্যের মধ্যে মিথ্যা ঢুকিয়া যাইতেছে অবলীলায়। উন্নয়নশীল দেশের নেতাদের আমরা যেইভাবে প্রকাশ্যে ভোট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসিতে দেখি, তাহার চাইতে বড় মিথ্যা আর কীই-বা থাকিতে পারে? আড়ালে আবডালে নহে, মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন শক্তিকে যেইভাবে ক্ষমতার চেয়ার বাগাইয়া লইতে দেখা যায়, উহার চাইতে ডাহা মিথ্যা আর কী আছে? মিথ্যার পাশাপাশি এইখানে বিভিন্ন সেক্টরে চলে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার। চলে চৌর্যবৃত্তি। এই সকল বিষয়ের নাটের গুরু যে ‘মিথ্যা’, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

এই যে মিথ্যা, মিথ্যার বিস্তৃত জাল–ইহা তো রাতারাতি সৃষ্টি হয় নাই। মিথ্যা ও মিথ্যাবাদীদের লালনপালন করা হয়, বলিতে হয়। মিথ্যাবাদীদের পক্ষেই মাথা নাড়িতে দেখা যায় বিভিন্ন পক্ষকে। পুলিশ-প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মধ্যে ঘাপটি মারিয়া থাকা একটি বিশেষ শ্রেণি এই কাজটি করিয়া থাকে বেশ দক্ষতার সহিত। রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীকে মিথ্যা-বানোয়াট কিংবা তুচ্ছ অভিযোগে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মিথ্যা অভিযোগেই পুরা হয় জেলে। মিথ্যা-দূষিত রাজনীতির শিকার হইয়া কত জনকে যে ঘরছাড়া-এলাকাছাড়া হইতে হয়, তাহার যেন হিসাব নাই। এই সকল জনপদে মিথ্যার সঙ্গে আরেকটি বিষয় যুক্ত করা হয়–ধোঁকা। আর এই ধোঁকাবাজির মাধ্যমে খুব ঠান্ডা মাথায় শিকার করা হয় সত্যকে, সত্যপ্রাণ মানুষকে।

প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা সকল কালেই ছিল, আছে এবং থাকিবে। তবে বাস্তবতা হইল, সত্য এবং মিথ্যার লড়াইয়ে ক্ষণিকের জন্য মিথ্যা জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয় সত্যেরই। কোনো সন্দেহ নাই, উন্নয়নশীল বিশ্বে মিথ্যাবাদীরা আজ যেই দাপট দেখাইয়া চলিতেছে, ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে, মিথ্যার জাল বিস্তার করিতেছে, তাহারাও একটি সময়ে আসিয়া নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। মিথ্যার ঘন মেঘ দূর হইয়া সত্যের জয় হইবে। মূলধারার অবতারণা ঘটিবে। সময় লাগিবে বটে, তবে সত্যের সূর্যই উদিত হইবে আপন মহিমায়। বিজ্ঞজনেরা বলিয়া থাকেন–‘সত্য সূর্যের মতো, কিছু সময়ের জন্য অস্ত যায় ঠিকই, কিন্তু কখনো চিরতরে হারাইয়া যায় না।’ দিন শেষে ইহাই জগতের নিয়ম।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে জারদারির জাদুর চেরাগ

পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে হলে প্রথমেই যেটা বলতে হয়, সে দেশে যা হয় তা ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’। সে কর্তারা হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা বলতে গেলে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই রাজনীতির কলকাঠি চালিয়ে এসেছেন, হয় প্রত্যক্ষভাবে না হয় পরোক্ষভাবে। পাকিস্তানের রাজনীতির এই ‘পুরনো খেলা’ নিয়ে তাই নতুন করে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু দেশটির রাজনীতির এক ‘জাদুকর’ আসিফ আলী জারদারির পুনরায় নাট্যমঞ্চে আবার প্রবেশ দেখে কিছু কথা বলতেই হচ্ছে। লিখেছেন **জিয়াউদ্দিন চৌধুরী**।

পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে হলে প্রথমেই যেটা বলতে হয়, সে দেশে যা হয় তা ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’। সে কর্তারা হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা বলতে গেলে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই রাজনীতির কলকাঠি চালিয়ে এসেছেন, হয় প্রত্যক্ষভাবে না হয় পরোক্ষভাবে।

পাকিস্তানের রাজনীতির এই ‘পুরনো খেলা’ নিয়ে তাই নতুন করে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু দেশটির রাজনীতির এক ‘জাদুকর’ আসিফ আলী জারদারির পুনরায় নাট্যমঞ্চে আবার প্রবেশ দেখে কিছু কথা বলতেই হচ্ছে।

তিনি পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক নাটকের এক ‘নাটগুরু’ হয়ে আবার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এখনকার নিয়মে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একটি আলংকারিক পদ, তবুও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ।

জারদারির উত্থান-পতন আর পুনরাবির্ভাব শুধু পাকিস্তানের রাজনীতিতে ‘অদৃশ্য হাতের’ কথাই বলে না, পাকিস্তান কীভাবে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের হাতে জিম্মি– সে কথাও বলে।

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আততায়ীর হাতে মৃত্যু হয়। সেই সময় থেকে দেশটির সেনাবাহিনী পেছন থেকে পাকিস্তানের শাসনভার চালিয়ে আসছে।

পাকিস্তানের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও তার হাত আজও কঠিনভাবে দেশটির গলা টিপে আছে। গত সাত দশকের মধ্যে একটা বড় সময়ই পাকিস্তান সেনাশাসনের অধীনে ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা অর্থাৎ সেনাপ্রধান প্রত্যক্ষভাবে দেশের শাসনভার হাতে নিয়ে মোটামুটি পাকিস্তানের অর্ধেক জীবন পার করেছে।

শুরু হয় আইয়ুব খান দিয়ে ১৯৫৮ সালে আর শেষ হয় ২০০৮ সালে পারভেজ মোশাররফের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সালে প্রথম সামরিক আইন জারি করে নিজে শাসন হাতে নেন। দুই বছর পর নির্বাচন দিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়ে পরোক্ষভাবে সামরিক শক্তি দিয়েই দেশ শাসন করেন ২০০৮ সাল পর্যন্ত।

পারভেজ মোশাররফের পতন একভাবে পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ শাসনভার থেকে আপাতভাবে সরালেও রাজনীতি থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির অদৃশ্য হাত সরে যায়নি। পারভেজ মোশাররফের শাসনকালেই আসিফ আলী জারদারির স্ত্রী বেনজির ভুট্টো (যিনি দুবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) পাকিস্তানে স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে ফিরে আসেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে এক সমাবেশে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে বোমা হামলায় বেনজির নিহত হন। বেনজিরের মৃত্যুর পর জারদারি পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেননি। কৌশলগত কারণে নিজে না হয়ে তাঁর ১৯ বছর বয়সী ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টোকে তিনি পিপিপির চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। তাঁর দল তা গ্রহণ করে।

কীভাবে আসিফ আলী জারদারি তাঁর দল পিপিপির ওপর বিপুল ক্ষমতা আর প্রভাব বিস্তার করেন, এটা ছিল তার একটা বিরাট প্রমাণ। অথচ বেনজির ভুট্টোকে বিয়ে করার আগে এ দলের ওপর তাঁর কোনো প্রভাব থাকা তো দূরের কথা, তিনি এ দলের কোনো উল্লেখযোগ্য সদস্যও ছিলেন না। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের এক প্রখ্যাত জমিদারের পুত্র, অগাধ সম্পদের উত্তরাধিকারী। তিনি লন্ডনে লেখাপড়া করেছেন এবং বয়সে বেনজিরের চেয়ে দুই বছরের ছোট।

সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয়, এ বিয়ে প্রেমের বিয়ে ছিল না। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ বিয়ে হয়েছিল। বেনজির যে এ রকম এক ব্যক্তিকে বিয়ে করবেন, তা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে এক অভাবনীয় ছিল। বেনজির শুধু জুলফিকার আলী ভুট্টোর মেয়েই নন, তিনি হার্ভার্ড এবং অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন। এরপর ফাঁসিকাষ্ঠে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মা নুসরাতের সঙ্গে পিপিপির হাল ধরেন।

এ রকম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আসিফ জারদারির মতো প্রায় অখ্যাত ব্যক্তিকে কেন বিয়ে করবেন, তা নিয়ে পাকিস্তানে বেশ গুঞ্জন হয়। কিন্তু বেনজির এ আলাপের বিয়েতে সহজেই রাজি হন, কারণ জারদারি দেখতে ভালোই ছিলেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আর বিয়ের সময় বেনজিরের সঙ্গে এ চুক্তি হয় যে তিনি রাজনীতি করবেন না।

বেনজিরেরও তখন একটি বিয়ে হওয়া জরুরি ছিল। কারণ, পাকিস্তানের রক্ষণশীল পরিবেশে একজন অবিবাহিতা মহিলার রাজনীতি করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল।

বেনজির কি তখন জানতেন যে তাঁর এই ‘অরাজনৈতিক’ স্বামী কীভাবে তাঁর দলকে পেছন থেকে ঘাপটি মেরে দখল করে নেবেন? তবে সেটা এক দিনে হয়নি, বহু বছর লেগেছে।

বিয়ের এক বছর পর বেনজির প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পাকিস্তানের তৃতীয় সামরিক আইন প্রবর্তক এবং বেনজিরের পিতা জুলফিকার আলীকে ফাঁসির মঞ্চে চড়ানো জেনারেল জিয়াউল হকের আকস্মিক মৃত্যুর পর সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে যদিও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পূর্ণ অনুমোদন ছিল।

এ নির্বাচনে জিয়াউল হক সৃষ্ট রাজনৈতিক সম্মিলিত দল বিশেষ করে মুসলিম লিগ এ নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। নির্বাচনে বেশি আসন পায় পিপিপি। আরেকটি ছোট দলের সহায়তায় বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর মন্ত্রিসভায় বেনজির কিন্তু আসিফ জারদারিকে নেননি। কিন্তু না নিলে কী হবে, প্রধানমন্ত্রীর স্বামী হিসেবে তখন থেকেই আসিফ জারদারি টাকা রোজগারে মনোনিবেশ করেন।

সে টাকা দেওয়ার জন্য শুধু সিন্ধু প্রদেশই নয়, সারা পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা জারদারির দিকে মুখিয়ে থাকেন ব্যবসার জন্য। তিনি তাঁদের নিরাশ করেননি। লোকে তাঁকে তখন মিস্টার টেন পার্সেন্ট নামে ডাকতে থাকেন। অর্থাৎ যা ব্যবসা পাবে তার দশমাংশ জারদারিকে দিতে হবে। কিন্তু এ ব্যবসা তাঁর বেশি দিন টেকেনি, কারণ দুই বছরের মাথায় সামরিক বাহিনীর ইচ্ছায় বেনজিরকে চাকরিচ্যুত করেন তখনকার প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান দুর্নীতির অভিযোগে। কিন্তু বেনজির আবার ফেরত আসেন পরবর্তী নির্বাচনে দুই বছর পর যখন সামরিক শক্তি তার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে একই অভিযোগে সরিয়ে দেয়।

এবার বেনজির তাঁর মন্ত্রিসভায় আনেন তাঁর স্বামী আসিফ জারদারিকে, কারণ প্রধানমন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর বেনজির বুঝতে পারেন আসিফ জারদারি এর মধ্যে তার দলে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁর বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পদের মাধ্যমে আর ছলচাতুরীতে।

তাঁর স্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর পর আসিফ জারদারি স্থির করেন তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। একই সময় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হলেও গোষ্ঠীগত রাজনীতির কারণে (তিনি সিন্ধের প্রভাবশালী জারদারি গোষ্ঠীর সন্তান) তিনি জেলে থেকেও নির্বাচনে জেতেন। আড়াই বছর জেলে থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে অপহরণ, ব্যাংক ঋণখেলাপি, দুর্নীতি–এ ধরনের ২০০ মামলা করা হয়, কিন্তু কিছু প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি বেকসুর খালাস পান।

হাঁসের মতো জেলের পানি ঝেড়ে আবার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পরপরই বেনজির আবার প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি সরাসরি মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এবার মন্ত্রী হওয়ায় আসিফ জারদারির আরও ক্ষমতা বাড়ল আর দুর্নীতি এবং সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ আরও হলো।

মজার কথা, তাঁর এই ব্যাপক দুর্নীতির কথা সারা দেশে জানা থাকলেও বেনজির তাঁকে সরাতে সাহস করেননি, কারণ আসিফ জারদারি পিপিপির ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেন। বলতে গেলে বেনজিরের দলের ওপর বেনজিরের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ছিল।

পাকিস্তানে তখন তিনি প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

কিন্তু দুই বছর পর ১৯৯৬ সালে বেনজির প্রতিষ্ঠানের কূটচালে আবার ক্ষমতা হারালে আসিফ জারদারি আবার গ্রেপ্তার হন ডজনখানেক মামলায়। কিন্তু আবারও তাঁর বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ না থাকায় কোর্ট তাঁকে খালাস দেন। এত এত মামলা আর জেল খাটার পর (মোট ১১ বছর জেলে ছিলেন) আসিফ জারদারি রাজনীতি ছাড়েননি এবং তাঁর দলও তাঁর পিছু ছাড়েনি। ছেলেকে আলংকারিক চেয়ারম্যান বানিয়ে তিনি দলকে চালিয়ে নেন বছরের পর বছর।

> পাকিস্তানের রাজনীতিতে আসিফ আলী জারদারির মতো ধূর্ত এবং ন্যায়নীতি বর্জিত ব্যক্তিত্ব খুব কমই জন্মেছেন। এ রকম ধূর্ত রাজনীতিবিদ এর আগে তাঁর শ্বশুর জুলফিকার আলীকে বলা হতো, কিন্তু আসিফ জারদারি তাঁকে বহু আগে ছাড়িয়েছেন তার স্থানকাল বুঝে শত্রুর সঙ্গে আপস, গোপন চুক্তি করে সব রকম সমস্যার সমাধান করা, আর কপটতার সঙ্গে শত্রু-মিত্রের সঙ্গে অনায়াস আচরণ। এ ধরনের লোক সব পরিস্থিতে নিজেকে সামলাতে পারে।

তাঁর সর্বশেষ জাদুকরি ছিল পাকিস্তানের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবার ষড়যন্ত্র করে ইমরান খানের সরকারের পতন ঘটানো এবং পরে বেনজিরের এককালীন শত্রু নওয়াজ শরিফের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার পাকিস্তানে নতুন সরকার গঠন। কিন্তু এবারের খেলাতে আসিফ জারদারি নতুন তুরুপ খেলেছেন।

তিনি বললেন যে নওয়াজ শরিফের দলকে তিনি সমর্থন করবেন, তবে নূতন সরকারের মন্ত্রী পরিষদে তাঁরা থাকবেন না। তাঁর শুধু চাই প্রেসিডেন্টের পদ। এবং তা-ই হলো, কারণ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সেনাবাহিনী তাই চায়। এতে তারা দুটি শাসনতান্ত্রিক পদের ওপর তাদের দখল রাখতে পারবে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে আসিফ আলী জারদারির মতো ধূর্ত এবং ন্যায়নীতি বর্জিত ব্যক্তিত্ব খুব কমই জন্মেছেন। এ রকম ধূর্ত রাজনীতিবিদ এর আগে তাঁর শ্বশুর জুলফিকার আলীকে বলা হতো, কিন্তু আসিফ জারদারি তাঁকে বহু আগে ছাড়িয়েছেন তার স্থানকাল বুঝে শত্রুর সঙ্গে আপস, গোপন চুক্তি করে সব রকম সমস্যার সমাধান করা, আর কপটতার সঙ্গে শত্রু-মিত্রের সঙ্গে অনায়াস আচরণ। এ ধরনের লোক সব পরিস্থিতে নিজেকে সামলাতে পারে। (বাংলাদেশে আমরা এ ধরনের এক ব্যক্তিকে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর কথা এখন বাদ রাখি।)

কিন্তু আসিফ আলী জারদারির মতো লোক পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরাজ করে আর চৌর্যবৃত্তি এবং কপটতা করে সম্পদ তৈরি করে চালিয়ে যায় কীভাবে? এর একটিই উত্তর। পাকিস্তানের রাজনীতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা চালান না। পাকিস্তানের রাজনীতি চলে আসছে পেছনে দাঁড়ানো সর্বশক্তিমান প্রতিষ্ঠানের হস্ত নির্দেশে।

রাজনীতিতে থাকতে হলে এই প্রতিষ্ঠানের অনুগ্রহ অবশ্যই প্রয়োজন। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য দেখান, তাঁরাই সরকার গঠন করেন।

আসিফ আলী জারদারি এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য এবং ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তিনি দেখেছেন কীভাবে এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তাঁর শ্বশুর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়েছে। তিনি দেখেছেন তাঁর স্ত্রী বেনজিরকে, প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করার জন্য জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু আসিফ জারদারি এদের অবজ্ঞা না করে তাদের সঙ্গে গোপনে আপস করেছেন।

জানি না পাকিস্তান কবে এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু যত দিন পাকিস্তানে পারিবারিক গোত্রকেন্দ্রিক রাজনীতি চলবে, যত দিন আমলা এবং সেনাশাসিত শাসন চলবে, তত দিন আসিফ আলী জারদারির মতো পাকিস্তানের রাজনীতি পরিচালিত করবে।

জিয়াউদ্দিন চৌধুরী সাবেক সরকারি এবং বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা

সৌ: প্র: আ:

দিল্লি দখলের লড়াই ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ!

এম ওয়াহেদুর রহমান

আজ থেকে ৭৫ বছর পূর্বে বহু জীবনের অকাল প্রয়াণের মধ্য দিয়ে তথা আত্মত্যাগের বিনিময়ে ব্রিটিশ রাজ শক্তিকে উৎখাতের পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ড. বি আর আম্বেদকরের অক্লান্ত চেষ্টায় সুবৃহৎ লিখিত সংবিধান রচিত হয়েছিল। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র,স্বাতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতি যুগান্তকারীই ছিল। ভারতের সংবিধান স্পষ্টতই একটি যুগান্তকারী দলিল যা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারণার পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধ কিংবা প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থা মূলতঃ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর এই শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্র হলো ভারতের সংসদ কিংবা পার্লামেন্ট। এই পার্লামেন্টের দুই টি কক্ষ রয়েছে , যথাক্রমে উচ্চকক্ষ হলো রাজ্যসভা ও নিম্নকক্ষ লোকসভা। ১৭ তম লোকসভার মেয়াদ ১৬ জুন ২০২৪ এ শেষ হওয়ার কথা। তাই দেশব্যাপী ১৮ তম লোকসভার ৫৪৩ সদস্য নির্বাচন করার জন্য ১৯ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ১ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনটি সাতটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে এবং ৪ জুন ২০২৪ এর ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

বিশ্বের দরবারে ভারত একটি অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, বহু পথ অতিক্রম করে সাতটি দশক অতিক্রম করে ফেলেছে ভারতীয় গণতন্ত্র। এই নির্বাচনকে ঘিরে চলে বিপুল কর্মকাণ্ড। অথচ রাজনীতির অঙ্গনে অপরিণত আচরণ যেন ক্রমশঃ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভারতে বহু দলীয় ব্যাবস্থা প্রচলিত থাকলেও বাস্তবে দুই টি প্রধান (ভারতীয় জনতা পার্টি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস) দলের জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে আধিপত্য রয়েছে। ভারতের রাজনীতিতে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের দৌড় ক্রমবর্ধমান দ্বিমুখী হয়ে উঠেছে , যেখানে দুই টি প্রধান জোটের আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমান ‘এনডিএ’ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স) ও বিরোধী দলের ‘ ভারত ‘ বা ‘ ইন্ডিয়া’ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স)। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের বাসিন্দা হিসেবে আমরা বারংবার গর্বভোদ করলে ও বাস্তবে রুচি আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেতে উঠি নিম্নরুচির ব্যাক্তিগত আক্রমণ, অশালীন বক্তব্য কিংবা আপত্তিকর কটাক্ষ করতে। ভারতীয় গণতন্ত্রের সুবৃহৎ ব্যাপ্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেরাই যেন গণতন্ত্রের মাথা হেঁট করে দিই। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে তাই - ই কি হচ্ছে ? দেখা যাচ্ছে সমর্থন সংগ্রহের প্রয়োজনে উৎকোচ দান, ভীতি প্রদর্শন,রিগিং,বুথ দখল , ভোটাধিকার অপহরণ প্রভৃতি। বেকারত্বের সমস্যা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য একটি সমস্যা ,যা বিশেষ করে যুব সমাজকে প্রভাবিত করছে। বেকারত্ব নির্বাচনী প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বিরোধী দলগুলো ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে প্রায় সরব হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একজন নেতা বা নেত্রী যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আর হয়তো নিজের ইচ্ছাকেই জনগণের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছেন। নির্বাচনের পূর্বে ইস্তাহারে জনগণের নিকট নিজেকে তুলে ধরা হচ্ছে কল্পতরু রুপে।

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে বিরোধী কণ্ঠস্বর বা বিরোধী দলের উপর। এই বিরোধী দল হলো ‘ ছায়া মন্ত্রিসভা ‘ ‘ স্যাডো ক্যাবিনেট’।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বিরোধী শূন্য গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। তবে এই প্রক্রিয়া আজকের নয় বরং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই এই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। ভোটে জেতার জন্য প্রায় দলগুলো বিভিন্ন ভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে। আবার নির্বাচনের আগে বা পরে এক দল থেকে অন্য দলে যোগদানের প্রবনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘোড়া কেনাবেচার প্রবনতা প্রচলিত হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম ও আঞ্চলিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণতান্ত্রিক সংহতির চাবিকাঠি হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিবেশ আমাদের গণতান্ত্রিক চর্চাকে আত্মস্থ করতে সক্ষম করে তুলতে পারে। সকল সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির অবলুপ্তি ঘুচিয়ে জাগিয়ে তোলা দরকার জাতীয় সংহতি।

আমাদের বুঝতে হবে গণতন্ত্রই দেশের শক্তি। বিশ্বজুড়ে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সংগঠিত করার একটি আদর্শরুপ হিসেবে গণতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে , যা সত্যি প্রশংসার যোগ্য।

প্রথম নজর

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার রাজ্য সম্মেলনের সূচনা ব্রাত্যর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি আবেগের নাম। তাঁর প্রকল্প রাজ্যের তৃণমূল স্তরের সব মানুষই পাচ্ছেন।' পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির (WBCUPA) রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু সংগঠনের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন জেলা কমিটি শীঘ্রই ঘোষিত হবে বলে জানান। সংগঠনের বাইরে গিয়ে তিনি বিভিন্ন রাজ্যে ইডির হানা, মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর মতে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইডি হলো, 'বালকের বিস্ময়'। মালদাবাসী আফরাজুলকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা ও তার ভিডিও প্রকাশ কে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তিনি সম্মেলনের সূচনা করেন। সম্মেলনে রাজ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মালদহ জেলার দুই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহনাওয়াজ আলী রায়হানসহ আরও দুই প্রার্থী বিপ্লব মিত্র ও কৃষ্ণ কল্যাণী, রাজ্যের মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র, সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, গোলাম রব্বানী, ইংলিশবাজার পৌরসভার সভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, সংগঠনের দুই সহ সভাপতি মণিশঙ্কর মণ্ডল ও সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মৌসম বেনজির নূর, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য প্রমুখ। সহ সভাপতি মণিশঙ্কর মণ্ডল জানান, সারা রাজ্য থেকে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দু'হাজার অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, বিভিন্ন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও জানান, বারো বছর পর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে অধ্যাপকদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে সুব্রত রায়, জাফর আলী আখন, শেখ কামাল উদ্দীন, সমীরণ মণ্ডল, স্বপন সরকার, দেবপ্রসাদ সাহুসহ বেশ কয়েকজন অধ্যক্ষও উপস্থিত ছিলেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরিষদের পক্ষ থেকে মন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে সম্মাননা জানানো হয়। সম্মেলন উপলক্ষে বহুত্ববাদী ভারত নিয়ে একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন উপাচার্য শিবাজীপ্রতিম বসু ও শিক্ষাবিদ আনন্দ গোপাল ঘোষ।

ডায়মন্ডহারবারে লড়াইয়ে প্রস্তুত, ডোমকলে ফের বললেন নওশাদ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রাজ্যর এক মাত্র আই এস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী তিনি নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই বলে আসছেন দল যদি তাকে সুযোগ দেই তাহলে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে লড়াই করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়ে আসছেন,কিন্তু তাদের প্রথম পর্যায়ের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হলে সেখানে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেননি তবে এখনও সময় আছে নওশাদ সিদ্দিকীর নাম ঘোষণা করার বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।শনিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীর হয়ে ডোমকলে ভোট প্রচারে এসে আরেকবার তিনি জানান যে এখনও আগের জাগায় তিনি রয়েছে এখনও পর্যন্ত মানসিক ভাবে প্রস্তুত অভিষেকের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে লড়াই করার জন্য।এবার স্বচ্ছতায় মানুষের ভরসা এই স্লোগান তুললেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে নির্বাচনী প্রচারে এসে বলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ফ্যাসিবাদী বিজেপি ও দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারী দল তৃণমূল তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছি আর চলবে। আসন্ন লোকসভার ভোটকে পাখির চোখ করে ভোট প্রচারে ডোমকলে এলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। শনিবার মুর্শিদাবাদ লোকসভার আইএসএফ প্রার্থী হাবিব সেখের সমর্থনে ডোমকলে কর্মীসভা করেন তিনি আর এই কর্মীসভা থেকে বিজেপি আর তৃণমূলকে একের পর এক কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। ডোমকল এআরডি হলের এই সভায় তৃণমূল ও বিজেপির বিভিন্ন দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন নওশাদ সিদ্দিকী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের তাদের দলীয় প্রার্থী তুলে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না,কারণ যে জোটের কথা বলা হচ্ছে সেই জোট আগে করুক তার পরে এইসব কথা বলবে ।দলীয় প্রার্থীর হয়ে সব রকম ভাবে লড়াই করার আহবান করেন তিনি ।নওশাদ আরো বলেন এই জেলা পিছিয়ে পড়া জেলা আর সেই জেলার কথা পার্লামেন্টে গিয়ে তুলে ধরার জন্য যদি মানুষ সুযোগ দেই তাহলে নিশ্চয় আমাদের প্রার্থী কে জয়ী করবেন সাধারণ ভোটার,এবং এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরবে পার্লামেন্টে গিয়ে বলে তিনি জানান।তিনি আরো বলেন যদি আমার সঙ্গে বিধান সভার আরো বেশি আমাদের

সঠিক স্থানে আন্ডারপাশ না হওয়ায় ক্ষোভ, বন্ধ করা হল রাস্তার কাজ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: সঠিক জায়গায় আন্ডারপাশ না হওয়ায় জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ করলো গ্রামবাসীদের একাংশ। গলসি ১ নং ব্লকের পুরসা গ্রামবাসীদের এক অংশের দাবি হাই স্কুলের কাছে যে আন্ডারপাশটি হবার কথা ছিল সেটি বেশকিছুটা দিরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অজানা কারনে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের দানা বাঁধলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পরেন। এর পরই গ্রামবাসীদের এক অংশ বিক্ষোভ দেখিয়ে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ করে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গলসি থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুরসা হাই স্কুল সন্নিকটে জাতীয় সড়কের উপর আন্ডারপাশ করার কথা ছিল, এখন তারা জানতে পারে সেটা স্কুল থেকে অনেক টা দূরে সরিয়ে করা হচ্ছে। যার ফলে অসুবিধায় পড়তে হবে স্কুলে আসা পড়ুয়া সহ গ্রামের বহু মানুষকে। গ্রামবাসী সেখ ফিরোজ হোসেন বলেন, গ্রামের স্কুল পুল, মাঝের পুল ও ডিভিসি পুল এই তিন জায়গায় আন্ডারপাশ হবার কথা। এখন স্কুল পুলের আন্ডারপাশ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে গ্রামের বহু মানুষ বিপদে পরবে। এদিকে জাতীয় সড়কের মাটি চুরি করে বিক্রি হচ্ছে। পারাজে গিয়ে বিক্রি হচ্ছে সেই মাটি। তথচ গ্রামের প্রয়োজনে সেই মাটি দেওয়া হচ্ছে না। তার দাবী আগের কথামত কাজ না হলে তারা গোটা গ্রামবাসী মিলে বৃহত্তম আন্দোলন করবেন। গ্রামবাসী মজনু মন্ডল বলেন, সড়ক সম্প্রসারণের জেরে মাটি পরে জাতীয় সড়কের পাশে নিকাশী নালাটি বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে গ্রামের মধ্যে জল জমে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে নিকাশী নালাটি পরিস্কার করাব ব্যবস্থা করতে হবে সড়ক কতৃপক্ষের ঠিকা সংস্থাকে। এদিকে ঠিকা সংস্থার এক কর্মী জানান, আজকে গ্রামের মানুষ নালা তৈরীর ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। পুলিশ ও তাদের আধিকারিকরা এসেছেন। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হলে তবে থেকে কাজ শুরু হবে।

নিম্ন মানের খাবার, আইসিডিএস সেন্টারে তালা মেরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: নিম্নমানের খাবার প্রদান, ঠিকমতো ডিম না দেওয়া সহ নানাবিধ অভিযোগ তুলে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের এলিজাবাদ গ্রামের ১০৮ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারে তালা মেরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। শনিবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে। গ্রামবাসীদের দফায় দফায় বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভের জেরে সেন্টার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন আইসিডিএস ওয়ার্কার সেলিমা খাতুন। বিক্ষোভের পরেই গ্রামবাসীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ক্যামেরার সামনে কার্যত স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী সেনারুল হকের বিরুদ্ধে নিত্যদিন মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন আইসিডিএস ওয়ার্কার সেলিমা খাতুন। যদিও আইসিডিএস ওয়ার্কারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলিজাবাদ গ্রামের ১০৮ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারে ঠিকমত খাবার দেওয়া হয়না। দেওয়া হয়না ডিমও। একটা ডিমকে চার ভাগ করে শিশুদের বিতরন করা হচ্ছে। নিম্নমানের খাবার ও ডিম দেওয়ার প্রতিবাদ করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই এদিন বাধ্য হয়েই সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। যদিও বেশ কিছুক্ষণ পরেই নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। এদিকে গ্রাম বাসীদের অভিযোগকে কার্যত ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন ওই সেন্টারের ওয়ার্কার। এদিকে বিষয়টি নিয়ে সামশেরগঞ্জ ব্লকের সিডিপিও সুদীপ্ত সেনগুপ্ত জানান, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই বিক্ষোভের বিষয়টি জানতে পেরেছেন। খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

ডেবরায় দেবের রোড শোয়ে ব্যাপক ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: শুক্রবার ডেবরা বাজার থেকে ডেবরা অডিটোরিয়াম হল পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পথ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী দেবের সমর্থনে রোড-শো হয়। পরেডেবরা অডিটোরিয়াম হলে কর্মিসভায় যোগ দেন সাংসদ। সেই কর্মসূচি শেষে ডেবরা অডিটোরিয়াম হলে একটি সভার আয়োজন করে ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেব বলেন, ''এই মুহূর্তে তৃণমূলকে হারাতে পারে একমাত্র তৃণমূলই।'' দেবের এই মন্তব্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলেরও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বস্তুত, গত কয়েক মাসে বার বার ঘাটাল লোকসভার বেশ কিছু জায়গায় ক্ষোভের ছবি দেখা গিয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে সমস্যা মেটাতে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করছে তৃণমূল। সভায় দেব বলেন, ''সবাই নেতা হতে চান। কিন্তু একটা জিনিস বুঝেছি। বড় জিনিস হল সম্মান। কর্মীরা সম্মান চান।'' তিনি আরও বলেন, ''আপনারা যা যা বলবেন, আমি তাই তাই করব।'' ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে কেশপুর থেকে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ভোটের 'লিড' পেয়েছিলেন। ২০১৯-এ 'লিড' হয় ৯২ হাজারের। ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী আশাবাদী, কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হলে তিনি কেশপুরের থেকে ডেবরা থেকে বেশি 'লিড' পাবেন।দেবের কথায়, ''২০১৯ সালের অভিজ্ঞতা ভাল ছিল। আমি ভোট শিখেছিলাম। কেউ বলেছিলেন ৩০ হাজার লিড হবে। কেউ বলেছিলেন ৪০, কেউ বলেছিলেন ৫০ হাজার লিড হবে। ২০২৪ সালে এসে আমি একটি জিনিস শিখলাম। ২০১৪-এ লোকসভা, পরে দুটি বিধানসভা ভোটের সময় পার্টির হয়ে নানা জায়গায় ঘুরেছি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে, তৃণমূলের সংগঠন সবচেয়ে শক্তিশালী। আমাদের ধারেকাছে কেউ নেই। আমার মনে হয়, তৃণমূলকে অন্য কোনও দল হারাতে পারবে না। তৃণমূলকে হারাতে পারে শুধুমাত্র তৃণমূল।''

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফুরফুরায় পীর সাহেবের প্রয়াণ দিবস

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: শনিবার ফুরফুরা শরীফে পীর আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী রহ.-এর প্রয়াণ দিবস ও ইফতার পালিত হয়। ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াবের আখেরি দোয়া তিনিই করতেন। সভায় কথাগুলো বলেছেন পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী। মোজাদ্দেদে যামান পীর হযরত দাদা হুজুরের মূল্যবান দলিল ওশিয়ত ও নসিহত বাস্তবায়নকারী ছিলেন পীরসাহেব। তাঁর স্মরণে প্রতিষ্ঠিতত ইব্রাশাভস সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে কয়েকশ গরিব মানুষ কে শাড়ি, ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছেন পীর কন্যা রুবাবা কোরাইশী। মহিলাদের স্বতন্ত্র শিক্ষা কেন্দ্র মোহাব্বাতুন নেসা ছাড়াও আর কয়েকটি শিক্ষালয় পরিচালনা করছে সংগঠনটি। পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ও পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী সহ অনেকেই হাজির ছিলেন। ফুরফুরা হেজবুল্লাহ সমাজসেবী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা সহযোগিতা করেন।

'মমতা'কে তোপ মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার সকালে হাওড়ার মহীয়াড়ী পঞ্চাননতলা থেকে বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক মিছিলের নেতৃত্ব দেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। মহীয়াড়ী পঞ্চাননতলা থেকে শুরু করে মিছিল যায় অঙ্কুরহাটী কিবরিয়া গাজী স্কুল মোড় পর্যন্ত। সিপিআইএম প্রার্থী-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ওই মিছিলে। সিপিআইএম, ডোমজুড় পূর্ব এরিয়া কমিটির ডাকে ওই মিছিলে প্রচুর কর্মী সমর্থকেরা পা মেলান।

মেরিগঞ্জে কুরআন বিলি

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার কুলতলী থানার অন্তর্গত মেরীগঞ্জ ৫ নম্বর গ্রামে আল কোরআন একাডেমি লন্ডন -এর পূর্ণ সহযোগিতায় বিনামূল্যে বাংলা অনুবাদকৃত আল কোরআন বিতরণ করলেন ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে। পাশাপাশি কুরআন অর্থসহ পাঠের গুরুত্ব নিয়ে আরোপ করা হয়।

মানববন্ধনের ইফতার বিলি

আপনজন: সামাজিক সংগঠন মানব বন্ধন মঞ্চের উদ্যোগে দ: চব্বিশ পরগনার নোদাখালী পুকুর সীতা মোড়ে এলাকার বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে রমজান উপলক্ষে সংস্থার সম্পাদক জনাব সাবির আহমেদের উদ্যোগে ও জেলা প্রতিনিধি মইনদ্দিন মল্লিক এর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় দরিদ্র্য অসহায় মানুষের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। ছবি: ফজল-এ-এলাহী

পরিত্যক্ত খাদানে কয়লা কাটতে গিয়ে ধসে মৃত

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কয়লা খাদানের পরিত্যাক্ত অংশে কয়লা কাটতে গিয়ে ধসে চাপা পড়ে মৃত এক, পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কয়লা খাদানের পরিত্যাক্ত অংশে কয়লা কাটতে গিয়ে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হল স্থানীয় এক ব্যাক্তির। আজ সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের নর্থ ব্লক কোলিয়ারিতে। এই ঘটনায় সাময়িক ভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের বাগুলি এলাকায় নর্থ ব্লক খোলামুখ খনিতে কয়লা উত্তোলনের কাজ করে রাজ্য সরকারের পাওয়ার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। খোলামুখ সেই কয়লা খনির একাংশে কয়লা শেষ হয়ে যাওয়ায় খনির ওই অংশ পরিত্যাক্ত খাদের আকারে পড়ে রয়েছে। সেখানেই পড়ে থাকা নিম্ন মানের কিছু কয়লা সংগ্রহ করতে প্রায় প্রতিদিনই খাদে নামে স্থানীয়দের একাংশ। অন্যান্য দিনের মতোই আজ সকালে পরিত্যাক্ত ওই কয়লা খাদে নেমে পড়ে থাকা কয়লা সংগ্রহ করছিলেন স্থানীয় মালিয়াড়া গ্রামের বছর ৩৬ এর বাসিন্দা কার্তিক বাউরী। আচমকাই কয়লা খনির ওই অংশে মাটির ছাদ ধসে পড়লে মাটিতে চাপা পড়ে যান কার্তিক বাউরী। দ্রুত স্থানীয়রা উদ্ধার কাজ শুরু করেন। কিন্তু ধসের মাটি সরিয়ে তাঁকে উদ্ধারের আগেই কার্তিক বাউরীর মৃত্যু হয়।

নাবাবিয়ায় ইফতার মজলিশ, বস্ত্র বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলির খানাকুলের আবাসিক সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাবাবিয়া মিশনে সেখানকার পড়ুয়া ও এলাকার মানুষজনকে নিয়ে এক বিশাল ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হল শুক্রবার। একই সঙ্গে শনিবার দুঃস্থদের বস্ত্র বিলি করা হল। শুক্রবারের ইফতার মজলিশে প্রায় দুহাজার জন শামিল হয়। ইফতার মজলিশে দুয়া পরিচালনা করেন ফুরফুরার পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী। এ ব্যাপারে নাবাবিয়ার সাধারণ সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার জানান, এদিনের ইফতার মজলিশে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ হসপাতালের প্রাক্তন ডাক্তার স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ আনারুল ইসলাম, সাব ইন্সপেক্টর আরিফুল আনম প্রমুখ। তিনি আরও জানান, ঈদের উপহার হিসেবে গরিব মহিলাদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় শিল্পপতি সমাজসেবী মোস্তাক হোসেনের পতাকা গোষ্ঠীর সহায়তায়। এছাড়া, মিশনের পাঁচ কিমি ব্যাসার্ধ ব্যাপী এলাকার মানুষদের কারো ইফতারের সমস্যা হলে মিশনকে ফোন নম্বরে জানালে তাদের বাড়িতে ইফতার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রোজাদারদের এখানে এসে তা সংগ্রহ করতে হয় না।

গার্ডেনরিচে নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে সেলিম

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জোর কদমে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নেমে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খান কে আবারও প্রার্থী করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে কংগ্রেসের সমর্থনে বামেরা এই আসনে প্রার্থী করেছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহাম্মদ সেলিম কে। প্রার্থী হিসেবে নাম প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই তিনি মুর্শিদাবাদ লোকসভার বিভিন্ন এলাকায় শুরু করেছেন নির্বাচনী প্রচার। গত ১৮ই মার্চ গভীর রাতে কলকাতার গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ে। মৃত্যু হয় ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। যার মধ্যে ভগবানগোলা থানার ছক্কানগর গ্রামের নাসিমুদ্দিন শেখ বহুতলে চাপা পড়ে নিহত হন। দুর্ঘটনার পর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, 'এখনও পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি, এমনকি টাকা ধার করে মৃতদেহ নিয়ে আসতে হয়েছে কলকাতা থেকে।' শনিবার দুপুর নাগাদ ছক্কানগরের সেই মৃত পরিযায়ী শ্রমিক নাসিমুদ্দিন শেখের বাড়িতে যান মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের বাম প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম।

গোবরডাঙ্গায় তৃণমূলের 'তপশিলি সংলাপ' কর্মসূচি

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: আসন্ন লোকসভা ভোট, ময়দানে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি । জাতি-ধর্ম-বর্ণ সমস্ত স্তরের মানুষের মন পেতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি রাখছে রাজনৈতিক দলগুলি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে গোবরডাঙ্গায় পৌরসভা এলাকার গৈপুর এলাকায় 'তপশিলি সংলাপ' শীর্ষক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিপুলসংখ্যক মতুয়াদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বজিৎ দাসেকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এদিন পথে নামেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত সহ গোবরডাঙ্গার কাউন্সিলর বৃন্দ এবং গোবরডাঙ্গা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

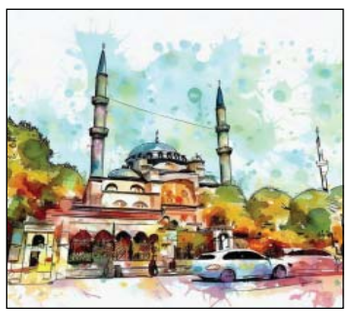

- প্রবন্ধ: জানা সাহিত্যিকের অজানা জীবন: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
- নিবন্ধ: মহান সাহিত্যস্রষ্টা সাজাত হোসেন মান্টো
- অণুগল্প: অবশেষে বসন্ত এলো
- বড়গল্প: চেনা শহরের বুকে
- ছড়া-ছড়ি: শীতল ছায়া

জানা সাহিত্যিকের অজানা জীবন

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকদের তালিকায় এক আলাদা স্থান দখল করে আছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ ও ‘লালসালু’র লেখক বলতেই সবাই তাকে বেশি চেনে। একাডেমিক পড়াশোনার খাতিরে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ঝেড়ে মুখস্ত করতে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কর্মগুলোর পরিচিতি। লিখেছেন

রুবায়েত আমিন...

আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকদের তালিকায় এক আলাদা স্থান দখল করে আছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ ও ‘লালসালু’র লেখক বলতেই সবাই তাকে বেশি চেনে। একাডেমিক পড়াশোনার খাতিরে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ঝেড়ে মুখস্ত করতে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কর্মগুলোর পরিচিতি। ‘চাঁদের অমাবস্যা, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র মতো উপন্যাস ও ‘বহিপীর’, ‘তরঙ্গভঙ্গ’, ‘সুড়ঙ্গ’ এর মতো নাটকগুলোর লেখক হিসেবেই তাকে আমরা চিনি। চিনি না তার মতাদর্শ, চিনি না সাহিত্যে তার ব্যতিক্রমী অবদানের কৈবল্য। পাঠ্যপুস্তকের এক কোণায় যেন আলাদা হয়ে পড়ে থাকা ব্যক্তি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কেও আমরা ঠিক কতটা জানি? সোজাসাপ্টা ভাষায় গড়গড় করে বলে যাওয়া তার বর্ণনা বা কাহিনীগুলো ঠিক কোন মুহূর্তে, কোন বিন্দুতে এসে পাঠকের হৃদয় ছেদ করে চলে যায়, তা বুঝে উঠতে স্বয়ং পাঠকেরই কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হয়। বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদের পরিচায়ক এবং সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির দিকে আঙ্গুল তোলার অগ্রদূত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। একইসাথে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্পকার এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জীবন সম্পর্কে কিছু জানা বাঞ্চনীয় বৈকি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট, চট্টগ্রামের যোলশহরে। তার মা নাসিম আরা খাতুন ছিলেন চট্টগ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী বংশের সন্তান, আর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। ওয়ালীউল্লাহর পিতা ছিলেন নোয়াখালির অধিবাসী, তবে তার সরকারি চাকরির সুবাদে ময়মনসিংহ, ফেনী, ঢাকা, হুগলী, চুঁচুরা, কৃষ্ণনগর, কুড়িগ্রাম, সাতক্ষীরা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় ওয়ালীউল্লাহর শৈশব ও শিক্ষাজীবন কেটেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বেড়ে ওঠেন সম্পূর্ণ সেক্যুলার পরিবেশে। পিতার দিক থেকে তিনি একধরনের সুফিবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানবতাবাদী শিক্ষা পেয়েছিলেন। তার পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম শিষ্টাচারের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ধর্মী খাঁটি বাঙালিয়ানার কোনো বিরোধ ছিল না। খুব অল্প বয়সে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মাকে হারান। তার মায়ের মৃত্যুর পর ওয়ালীউল্লাহর পিতা পুনরায় বিয়ে করেন টাঙাইলের করোটিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সাথে ওয়ালীউল্লাহর যথেষ্ট মধুর সম্পর্ক ছিল। তার বিমাতার ভাষ্যে, দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত ওয়ালী সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থাকতো। রান্নাঘরে গিয়ে আমার কাছে চুপ করে বসে থাকতো। বলতো, আম্মা আমাকে দিন, আমি তরকারি কুটে দিই। এমন সুন্দর করে শশা-টমেটো কেটে প্লেটে সাজাতো। খাবার জিনিস যেমন-তেমনভাবে টেবিলে সাজানো ওর পছন্দ হতো না। বাসার বাইরে কোথাও গেলে আমাকে না জানিয়ে যেতো না। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যচর্চা ও ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল শৈশব থেকেই। ফেনী হাই স্কুল ও চট্টগ্রাম জিলা স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেই তার পড়াশোনার আগ্রহ বেশি ছিল, তারপরেও প্রতি ক্লাসেই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানটি তার অধিকারে থাকতো। ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কলেজের প্রথম বর্ষে থাকতেই ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে তার প্রথম গল্প ‘সীমাহীন এক নিমেষে’ প্রকাশিত হয়।

১৯৪১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন। এরপর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে ওয়ালীউল্লাহ ডিসটিঙ্কশনসহ বিএ পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ করার জন্য ভর্তি হন। পিতার মৃত্যুর পরে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার ও তার বড় ভাইয়ের উপর এসে পড়ে।

স্ত্রী অ্যান মেরির সাথে ওয়ালীউল্লাহ

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার মামা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলামের সহায়তায় কমরেড পাবলিশার্স নাম একটি প্রকাশনী সংস্থা খোলেন। ১৯৪৫ সালে দৈনিক States-man-এ সাব-এডিটর হিসেবে যোদ দেন। যদিও ওয়ালীউল্লাহ ভালো ইংরেজি জানতেন, তবু স্টেটসম্যানে ঢোকার পর শুধু বিশুদ্ধ নয়, সাহিত্যগুণসম্পন্ন ইংরেজি লেখার প্রতি তার ঝোঁক আসে। ভোরবেলা ঘড়ির অ্যালার্মে উঠে তিনি শুরু করতেন উন্নত ইংরেজি চর্চা। তার পরবর্তীকালের ইংরেজি রচনাবলিই তার কঠোর পরিশ্রমের স্মারক। ইতোমধ্যে গল্পকার হিসেবে ওয়ালীউল্লাহর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বুলবুল, সওগাত, মোহাম্মদী, অরণি, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি প্রখ্যাত সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় তার তার লেখা প্রকাশ পেতে থাকে। পূর্বাশার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ওয়ালীউল্লাহর লেখাতে মুগ্ধ হয়ে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘নয়নচারা’ প্রকাশ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের কিছুদিন পরে ওয়ালিউল্লাহ স্টেটসম্যানের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন। ভোরের প্রথম শিফটে ডিউটি থাকতো তার। তাই সারাদিন বাসায় থাকার দীর্ঘ অবকাশ তিনি পেতেন। এই অবকাশেরই ফসল তার ‘লালসালু’। এটি তিনি লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৪৪-৪৫ সালে কলকাতাতে থাকার সময়ই। ‘লালসালু’ পুস্তক আকারে বের করার ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেন তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক অজিত গুহ। এটি দু’হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশকের অভাবে ও ওয়ালীউল্লাহর ব্যক্তিগত প্রচারনার অভাবে মাত্র শ’দুয়েক কপি বিক্রি হয়। ‘লালসালু’র প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদীন।

১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ওয়ালীউল্লাহ দিল্লি, সিডনী, জাকার্তা ও লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস সহদূত (Attache) হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল অবধি তিনি ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫২ সালে দিল্লি থেকে তিনি বদলী হন অস্ট্রেলিয়াতে। সেখানে তার জীবনে আবির্ভাব ঘটে ফরাসি কন্যা অ্যান মেরির। অ্যান মেরি তার দূর প্রবাসের নিঃসঙ্গতার অনেকটাই দখল করে নেন। ১৯৫৪-তে ওয়ালীউল্লাহ ঢাকায় বদলী হয়ে আসার পর অ্যানের বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। দু’জন অনবরত পরস্পরের কাছে চিঠি লিখেছেন সে দিনগুলোতে। ১৯৫৫ সালে অ্যানকে বিয়ে করেন ওয়ালীউল্লাহ। তার স্ত্রী পরবর্তীতে তার ‘লালসালু’ ফরাসি ভাষাতে অনুবাদ করেন। এটি পরে ইংরেজিতে ‘Tree Without Roots’ নামেও অনূদিত হয়। ওয়ালীউল্লাহর কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয় এক উত্তাল ও উষ্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে। সে সময়ে জন্ম নেওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। রাজনীতিতে সরাসরি অংশ না নিলেও ওয়ালীউল্লাহ চিরদিনই ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির স্বপক্ষে ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিপক্ষে। সমাজতন্ত্রীদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল।

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকেই তিনি ছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ‘The Ugly American’ বইটির প্রত্যুত্তরে তিনি লিখেন ‘The Ugly Asian’।

সেই সময় উপমহাদেশে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভারতের কমিউনিস্ট বাহিনীর তৎপরতা, সন্ত্রাসী আন্দোলন, অর্থনৈতিক মন্দা, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সবকিছু মিলিয়ে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই রাজনৈতিকভাবে নিস্পৃহ থাকা সম্ভব ছিল না। বাঙালি মুসলমানকে তিনি একটি অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণী হিসেবে তিনি দেখতেন, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে নয়। তাদের রাজনৈতিক অধিকারের আদায়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তবে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। ওয়ালীউল্লাহ অস্তিত্ববাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তা অনেকেই বলেন, তবে তার স্ত্রী অ্যান মেরির মতে, মার্ক্সবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি মতবাদ দ্বারা তিনি খুব যে প্রভাবিত ছিলেন তা না, তবে এসব বিষয়ে তার পড়াশোনা ছিল গভীর।

১৯৫০ ও ’৬০ এর দশক দুটি ছিল আশার দশক বা Decades of Hopes। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশ এ সময় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এই নতুন যুগ ওয়ালীউল্লাহকে ভীষণভাবে আশান্বিত করেছিল। মার্কিনী ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার তিনি প্রশংসা করতেন। কিন্তু চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার মতপার্থক্য তাকে হতাশ করেছিল।

ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্যে বলেছেন মানুষের কথা। তার সাহিত্যে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক অযৌক্তিকতা বা Metaphysical Absurdity এর সাথে সামাজিক প্রতিচিত্রও উঠে এসেছে। এমনটি পশ্চিমের ঔপন্যাসিকদের চেতনাপ্রবাহ রীতির (Stream of Consciousness) উপন্যাসে দেখা যায় না। সেখানে সমাজ নয়, ব্যক্তিই মুখ্য। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ এই দুয়ের সংমিশ্রণ করেছেন তার সাহিত্যে। তার লেখাতে এসেছে ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজালে জড়ানো অধঃপতিত সামাজিক জীবন, এসেছে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা, এসেছে কঠিন সময়ের ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক মানব জীবন ও মানবীয় আবেগের কথা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৪) ও লালসালুর জন্য ২০০১ সালে তানভীর মোকাম্মেলের নির্দেশনায় নির্মিত ‘লালসালু’ সিনেমার গল্পের জন্য মরণোত্তর বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭১-এ ওয়ালীউল্লাহ তার বন্ধু বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীর সাথে মিলে ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন তৈরির জন্য কাজ করেন। ১০ অক্টোবর ১৯৭১ এ ফ্রান্সের মিউডনে এই গুণী লেখক মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার লেখাগুলো এখনও জীবন্ত ও সমপরিমাণে আবেদন উদ্দীপক। তার তৈরি চরিত্রগুলো এখনও মানুষকে ভাবায়। নিজের সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় টানাপোড়েনের অন্তর্ভেদ করে পরবর্তী সময়ের জন্য চিন্তার খোরাক রেখে যাওয়ার জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মহান সাহিত্যস্রষ্টা সাদাত হোসেন মান্টো

ডা. শামসুল হক

স্বল্প আয়ু নিয়েই এই পৃথিবীতে আর্বিভাব ঘটেছিল তাঁর। কিন্তু তার মধ্যেই বাংলা সাহিত্য , সংস্কৃতি এবং চলচ্চিত্র জগতে অতি বিস্ময়কর কত নজীর যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা কখনও ভোলারও নয়। শাশ্বত সত্যের উপর ভর করে একেবারে নির্ভয়ে এবং নির্ভীকভাবে সৃষ্ট তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মই এখনও তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অগনিত পাঠক পাঠিকাদের কাছে সমানভাবে গ্রহনযোগ্যও হয়ে উঠেছে।

তিনি হলেন সাহিত্য জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তি সাদাত হোসেন মান্টো। ১৯১২ সালের ১১ ই মে জন্ম তাঁর পাঞ্জাবের পাপরউদি গ্রামে। অভিজাত এক মুসলিম পরিবারেরই সন্তান তিনি। কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত সেই পরিবারের সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং নানান পেশার সঙ্গে যুক্তও। তাঁর পিতা ছিলেন আদালতের মহামান্য বিচারকও। অমৃতসর মুসলিম হাইস্কুলে শুরু হয় তাঁর প্রাথমিক পর্বের পড়াশোনার কাজ। আর ঠিক সেই সময় থেকেই তাঁর মনের মধ্যে জাগ্রত হতেও শুরু করে বহু অচেনা এবং অজানা প্রশ্নমালাও। খুঁজতে থাকেন তার সঠিক উত্তরও। মনের মধ্যে অতি আচম্বিতেই তখন আবার জন্ম নিতে থাকে অনেক কৌতুহলও। সেগুলোকে আবার লিখে রাখতেও ইচ্ছে করে তাঁর। ফলে কাগজ কলম নিয়েই বসে পড়েন তিনি। শুরু করেন লেখালেখির কাজও। লিখতে লিখতেই একসময় লেখকও হয়ে ওঠেন তিনি। লিখতে থাকেন সব ধরণের লেখাই। প্রথমে গল্প , তারপর উপন্যাস সহ আরও অনেক রচনা। আর নিজস্ব লেখণীর গুণে খুব অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য জগতের স্বনামধন্য একজন মানুষ হিসেবেও পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। সেইসময় নিজের প্রচেষ্টাতেই তিনি আবার চলে আসেন অনেক জ্ঞানী গুণীজনদের মনের কাছাকাছিও।

সেই মানুষটা তাঁর নিজস্ব প্রতিভার শিকড় আরও বেশি সম্প্রসারিত করার সুযোগ পান আলিগড়ের মাটিতে পা রেখে। সেখানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি যুক্ত হন ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে।

সেখানকার সেই মুক্ত পরিবেশে , স্বাধীন চিন্তাভাবনাই তখন তাঁর জ্ঞানের পরিধিটাকেও যেন বাড়িয়ে দিয়েছিল আরও বহুগুণ।

এই আলিগড়েই তিনি পরিচিত হয় লেখক আবদুল বারী আলিগের সঙ্গে। সেটা ১৯৩২ সালের কথা। তখন সাদাত হোসেনের বয়স মাত্র কুড়ি বছর। সেই বয়সে এবং ঠিক সেই সময়েই তিনি খুঁজছিলেন মনের মতো একজন পথপ্রদর্শকও। অতএব আলিগ সাহেবকে পেয়ে প্রশস্থ হয়ে গিয়েছিল তাঁর এগিয়ে চলার পথটিও। তাঁর নির্দেশেই তখন আবার শিখে নেন ফারসি এবং রাশিয়ান ভাষাও।

শুরু হয় লেখালেখির কাজও। প্রথমেই হাত দেন ভিক্টর হুগোর লেখা সেই বিখ্যাত গ্রন্থ the last day of a condemned man এর উর্দু অনুবাদও করে ফেলেন। আর তারপরই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নামও। আবার আলাপও হয় দেশ বিদেশের অনেক লেখক লেখিকাদের সঙ্গেও। একসময় আলাপ হয় ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গেও। ১৯৪৮ সালে তিনি সপরিবারে চলে যান লাহোরে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানেও ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। পরিচয় ঘটে সেখানকার নামজাদা সাহিত্যিক ফয়েজ আহমেদ , নাসির কাজেই সহ আরও অনেকের সাথেই। সকলের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিবেশের মধ্যে তখন তিনি নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগও পেয়েছিলেন। তাই নতুনভাবে শুরু করেছিলেন লেখালেখির কাজও।

সাংবাদিকতার কাজও করেছেন তিনি। বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিও। লিখেছেন বলিউডের অনেক কাহিনী চিত্রের স্ক্রিপটও। একসময় তো আবার সার্থক একজন স্ক্রিপ রাইটার হিসেবে বলিউডের প্রযোজক এবং পরিচালকদের একেবারে কাছের মানুষও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চল চলরে নওজোয়ান , মির্জা গালিব ইত্যাদি বিখ্যাত কাহিনী চিত্রের স্ক্রিপটও তাঁর হাতেই লেখা। মহান এই কথাসাহিত্যিকের জীবনটা কিন্তু সব সময় সমান গতিতেই প্রবাহিত হয়নি। ক্ষণকালের জন্য হলেও এসেছিল অনেক বাধা বিপত্তিই। বিটার ফুট গল্পের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল অশ্লীলতার অভিযোগও। হাজিরা দিতে হয়েছিল আদালতেও। দাঁড়াতে হয়েছিল কাঠগড়ায়। ১৯৫০ সালের ২৯ শে আগষ্ট লাহোর আদালতে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। সেইসময় আবার আর্থিক দিক দিয়ে তিনি একটু অস্বস্তির মধ্যেও ছিলেন। তখন ভালো উকিল জোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। কিন্ত তাতে তাঁর কোন অসুবিধাই হয়নি। সেই আদালতেরই নামজাদা আইনজীবী খুরশীদ আহমেদ এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরই পাশে। একেবারে বিনা পারিশ্রমিকেই তিনি লড়েছিলেন তাঁর হয়ে।

আয়ুর দীর্ঘ পথ ধরে কিন্তু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি লেখক সাদাত হোসেন মান্টোর পক্ষে। মাত্র তেতাল্লিশ বছরের আয়ু নিয়ে তিনি এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। আর তার মধ্যেই বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিকর্মও। তাঁর অধিকাংশ লেখাই আবার অনুদিত হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতেও। পেয়েছিলেন নিশান - ই - ইমতিয়াজ পুরস্কার। সলমন রুশদিও তাঁর লেখা পছন্দ করতেন। দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব মতামতও। তিনি তখন লিখেছিলেন - undisputed master of modern Indian short story.

বিভিন্ন সময়ে তাঁর জীবনী নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক কাহিনী চিত্রও। ২০১৫ সালে পাকিস্তানে তৈরি হয়েছিল একটা সিনেমা। নাম ছিল মান্টো। ২০১৮ সালে আমাদের দেশের প্রযোজক এবং পরিচালকরা তৈরি সেই নামেই অন্য আরও একটা কাহিনী চিত্র। সেই সিনেমার পরিচালক ছিলেন নন্দিতা দাস। মদ্যপানে ভীষণভাবেই আশক্ত ছিলেন তিনি। জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও ছিলেন একটু বেপরোয়াই। তাই নিজের শরীরের উপর কখনই তেমন যত্নবানও হতে পারেননি। তাই একসময় লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর সেই রোগই হয়ে ওঠে তাঁর মৃত্যুর একমাত্র কারণ। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ১৮ ই জানুয়ারি এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অন্য লোকেই পাড়ি জমান তিনি।

মনের মানুষ

আসগার আলি মণ্ডল

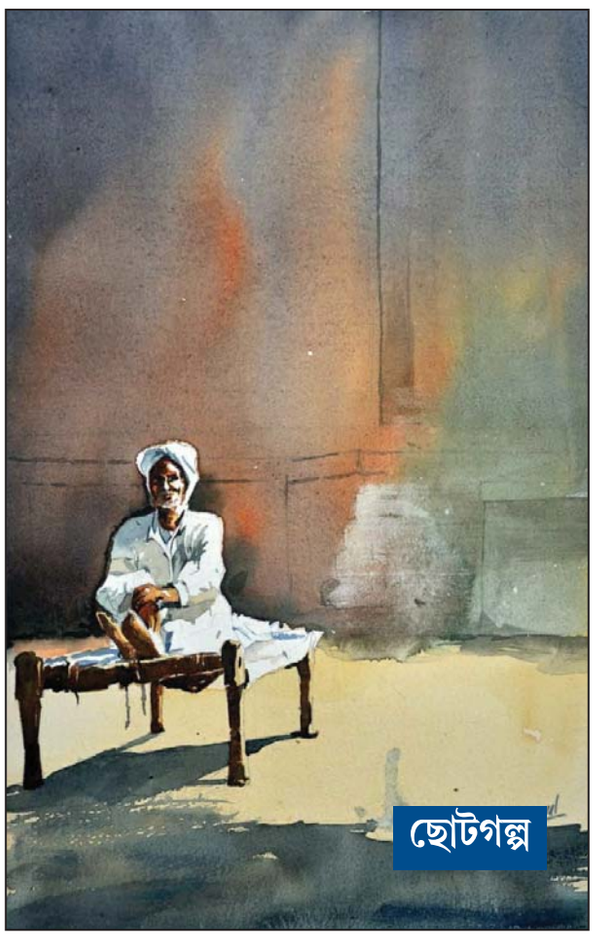

তৃপ্তির মনে শান্তি নেই। সব সময় নিজের ঘরে শুয়ে বসে থাকে। পৃথিবীটা ওর কাছে খুব ছোট হয়ে গেছে। মা-বাবা মাঝে মাঝে সাহস যোগান। বলেন-তৃপ্তি মনটাকে শক্ত কর। অতিথকে ভুলে যা। আর পাঁচটা মেয়ের মতো নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এসব কথা শুনেই তৃপ্তি কাঁদতে থাকে। মা বলেন-কাঁদুক,কাঁদলে তবেই মনটা একটু হালকা হবে।

তৃপ্তির বাবা একটি দোকানে দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন। খুব কষ্টে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এক মেয়ে এক ছেলে। তৃপ্তিই বড়ো। তৃপ্তিকে নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিলো। চাকরি করবে,বড়ো ঘরে বিয়ে হবে। সুখে থাকবে। কিন্তু বাবার স্বপ্ন আজ স্বপ্নই রয়ে গেল। সবার অলক্ষে বাবা এসব কথা ভাবেন আর চোখের জল ফেলেন।

আজকে সারাটাদিন মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে মসুল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। গভীর নিম্নচাপ। দিন চারেকের আগে কাটবে না। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ বৃষ্টি থামলেও আবার মসুল ধারায় আরম্ভ হলো। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ব্যাঙেরাও ডেকে চলেছে। রাত অনেক হয়ে গেছে তৃপ্তির চোখে ঘুম আসছে না। হঠাৎ করেই ছ'মাস আগে ঘটে যাওয়া বৃষ্টির সেই রাতের কথা মনে পড়ে গেল। একা টিউশান পড়িয়ে ফিরছিলো। দূর্যোগপূর্ণ আবহওয়া। মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট চলছিলো। পথ ঘাট নির্জন। ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকা নাগাড়ে ডেকে চলেছে। এমন সময় চারজন মাতাল পথ আগলে দাঁড়ালো। পরিচয় না থাকলেও মুখ চেনা। ওদের সম্মান দিয়ে পথ ছাড়তে বলেও কোন কাজ হলো না। হিংস্র পশুর মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আমার উপর। অনেক চিৎকার চেঁচামেচির পরেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। সতীত্ব হরন করে পথের ধারে ফেলে দিয়েছিলো।

জ্ঞান ফিরতেই খেয়াল হলো হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত চুঁইয়ে বের হচ্ছিলো। বাকশক্তি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলতেই চারিদিকটা আবছা। বেডের চারপাশে কারা দাঁড়িয়ে ছিলো তাও বোঝার মতো উপাই ছিলো না। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে দশ দিন সময় লেগেছিলো। গ্রামের প্রতিটা মানুষ জেনে ছিলো আমি ধর্ষিতা। লজ্জায় বাব মায়ের উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিলো। ধর্ষকরা এখন জেলে। আইন ওদের শাস্তি দেবে। এই সব ভাবতে ভাবতে এই সময় তৃপ্তি ঘুমিয়ে পড়লো।

তৃপ্তির বাবা-মায়ের চিন্তার শেষ নেই। মেয়ে কয়েকটি নরখাদক-পিশাচ দ্বারা ধর্ষিতা। তবুও একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক ঘটকের কাছেই ছুটে গেছেন কেউ আশার কথা শোনাতে পারেননি। বরং মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন।

একদিন তৃপ্তির বাবার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এলেন খুশির খবর নিয়ে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। সব কিছু জেনেও তিনি তৃপ্তিকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। তবে ছেলে বিদেশে থাকেন। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছেন এরই মধ্যে বিয়ের কাজ মিটিয়ে বউ নিয়ে চলে যাবেন। তার আগে আগামীকাল ছেলে ও ছেলের বাবা-মা আসবেন মেয়ের সঙ্গে এবং আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে।

এসব শুনে তৃপ্তির বাবার চোখে আনন্দের জল। তিনি বললেন-সব জেনে যদি কেউ আমার মেয়েকে গ্রহন করতে চান এর থেকে ভালো আর কিছু হয় না।

পরের দিন যথা সময়ে ওনারা উপস্থিত হলেন। সামান্য কিছু জলযোগের পর তৃপ্তির মা একটু সাজিয়ে তৃপ্তিকে সবার সামনে নিয়ে এলেন। মেয়ে দেখে কেউ কোন কথা বললেন না। ভয়ে ভয়ে তৃপ্তির বাবা-মা এক পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন। সব নিরাবতা ভেঙে ছেলে বলে উঠলেন-আমি তৃপ্তির সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। যেটা সকলের উপস্থিতিতে বলা সম্ভব নয়। তৃপ্তিত বাবার সম্মতি পেয়ে ওরা দু'জন পাশের ঘরে চলে গেলেন। তৃপ্তি মাথা হেঁট করে দাড়িয়ে আছে। হবু স্বামী বলতে লাগলেন-আমি সব কিছুই জেনে বুঝে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। আপনি অতিথকে ভুলে যান। অতিথকে আঁকড়ে রেখে বাঁচা খুব কঠিন। আমি আপনাকে সারা জীবন সুখে রাখার চেষ্টা করবো। সুবিধা-অসুবিধা সবসময় আমার সঙ্গে সেয়ার করবেন। খুব কম সময় হাতে নিয়ে এসেছি। বিয়ের পর আমরা বিদেশ চলে যাবো। আপনার কি কোন আপত্তি আছে ? তৃপ্তি কান্না চেপে মৃদু স্বরে বললো-আপনার মতো মানুষ হয় না ! আপনি সব জেনে আমাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। এমন মানুষের সঙ্গে শেষ জীবনটা কাটবে এটাতো আমার কপাল। তবে আমি এখনও পড়তে চাই। সমাজের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মহিলাদের নিয়ে কাজ করতে চাই। আপনি কি সেই সুযোগটা আমাকে দেবেন ? হবু স্বামী হেসে বললেন-এতে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। আপনার প্রেরণা হয়ে প্রতিটা ভালো কাজে আমি আপনার সঙ্গে থাবতো।

এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ে মিটে গেলো। এবার বিদেশ যাবার পালা। তৃপ্তি সারাদিন শুধুই চোখের জল ফেললো। বিমান বন্দরে দুই বাবা-মাকে প্রণাম করে নব দম্পতি ভিতরে প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিমান মাটি ছেড়ে আকাশ পথে পাড়ি দিলো। দুটি পরিবার বাইরে দাঁড়িয়ে কান্না ভেজা চোখে ওদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

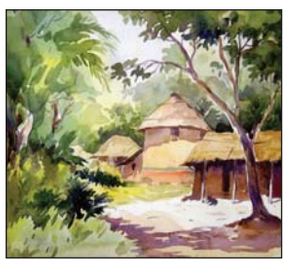

কবির পরামর্শ

সৌমেন্দু লাহিড়ী

যার যেদিকে ইনক্লিনেশন
সেই দিকে দাও মন
সেটি নিয়েই কর সাধন
তুমি অনুক্ষণ।
সবাইকে যে হতে হবে
ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার
বা বিচারক হতেই হবে
নয় দস্তুর দুনিয়ার।
কেউবা ভালো পড়াশোনায়,
কেউ ভালো সঙ্গীতে,
কেউবা আবার বাণিজ্যেতে
প্রতিষ্ঠা পায় সমাজেতে।
কারোর আবার কবি হবার
ভীষণ সাধ মনে জাগে,
সাহিত্য আসরগুলিতে
যায় তারা আগেভাগে।
কারোর আবার খেলার নেশা,
বিজ্ঞানী কেউ চায় হতে
যার যেদিকে গুণ রয়েছে
তাতেই বলি মন দিতে।।

শীতল ছায়া

আসগার আলি মণ্ডল

স্নিগ্ধ শীতল গাছের ছায়া
কাঁচা-পাকা বাড়ি
নৌকা নিয়ে ঘাটের মাঝি
দেয় দু'বেলা পাড়ি।
নদীর তীরে নাম হীন ফুল
হাওয়ায় দোলায় মাথা
অলি আসে গুণগুনিয়ে
ভোলায় শত ব্যথা।
নীল আকাশে মাথা তুলে
সবুজ গাছের সারি
প্রকৃতি যেন বলছে হেসে
আমিও সাজতে পারি।

ছড়া-ছড়ি

অপরিচিত

রমি রেজা

দখিনের দুয়ারে এসেছে আজ উৎসবরাজ বসন্তরে।
নীলাভ রঙের উত্তরীয় পরে,
বসে আছে সে ধুলো মাখা- পথের কিনারে।
আসক্তির শুকনো পাতা- বারবার খসে পড়ে,
আবারো তা জোড়া লাগে,
তার উতলা উচাটন মনে।
নবপল্লব ভরে ওঠে শুকনো- বসন্তের ডালে,
আনমনা মনে তার জেগে উঠে শত শত বিক্ষিপ্ত স্বপ্নরে।
ভগ্ন স্বপ্নগুলো পাড়ি দেয়- গোধূলির আবিরে,
ভাঙ্গা তরণীখানা পড়ে থাকে- তটের কিনারে।
উন্মত্ত যৌবন নেমে আসে,
কৃষ্ণপক্ষের কালো- অন্ধকারের পথ দিয়ে।
'না তো কিছুই হয়নি- আমার'বলেছিলে তুমি,
হয়েছিল তোমার অনেক খানি
কিন্তু কিছুই আমায় বলনি।
বসন্তের আকাশে জমে ওঠা কালো মেঘে,
তোমার সেই ম্লান হাসির বেগে,
তারপর অপরিচিত হলাম- আমরা পরস্পরে।

সিজদা

আজিবুল সেখ

সিজদার লক্ষনে ক্ষত বিক্ষত অভাগা এ ললাট
আত্মদর্শন হলোনা ভবে
তবুও সালাত ভালোবেসে গেলাম,
বৃথা এ জীবনখানি
আজও নামাজ পাটিতে তার সান্নিধ্য খোঁজে।
সিজদার ক্ষমতা কোথায়?
যে দূরত্ব পারেনা কমাতে
আল্লাহ'র দর্শন কি
সিজদার উপর নির্ভর করে?

প্রবাসী আব্বু

লিজা খাতুন

আব্বু আমার প্রবাসী,
দেশ বিদেশে খাটে!
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ,
দিন যে তাহার কাটে !
এত কষ্ট করেন তিনি ,
পরিবারের সুখে !
ক্লান্ত শরীর নিয়েও ,
যেন অট্টহাসি মুখে !
শত চিন্তা হোক না কেন ?
সাহস রাখেন বুকে ।
বেখেয়ালে নিজের হাতটি ,
হাতুড়িতেই ঠুকে !
খেলছে সবাই বাবার সাথে .....
আমার বাবা দূরে !
পরিশ্রম করেই তিনি ,
আমার ইচ্ছা পূরণ করেন !

আমাদের ধর্ম

মোহাম্মদ ওয়াসিম

আমাদের রঙ ছিল মেঘলা
আমাদের লজ্জা ছিল না।
আমাদের মলিন পোশাক ছিল
আমাদের খাদ্যের যোগান ছিল না।
আমাদের লাল রক্ত ছিল
আমাদের কোন ধর্ম ছিল না।
উৎসবের দিন গুলিতে
পেট ভর্তি খাবার পেতাম যুদ্ধ করে;
আমাদের ক্ষুধার্তের যুদ্ধ বন্ধ হয়নি
বন্ধ হয়েছে দিন তালিকার খাবার।
আমাদের সাদামাটা জীবন ছিল
আমাদের ঘর ছিল না;
আমরা ঘর বানায়
আমাদের ঘর থাকে না।

আনন্দাশ্রু

শাহানাজ

কৈ রে। জলদি খাবার দে। সখিনা চুপ করে বসে আছে। কাসিম আবার বলল, "শুনতে পারছিস না?" খাবার চাইছি। সখিনা উত্তর দিলো,"কোথা থেকে খাবার দেবো? আজ সাতদিন তুমি কোনো কাজে যাওনি। ঘরে একমুঠো চালও নেই। আমি কিভাবে তোমার মুখে ভাত তুলে দিই,তুমি কি কোনদিন জানতে চেয়েছো? যা দু'পয়সা আয় করো,তা গাঞ্জা গিলতে চলে যায়। আবার সময় মতো ভাত চাইছো,লজ্জা করে না তোমার? ঈদের আর সাত দিন মাত্র বাকী। ছেলে-মেয়ের একটা নতুন জামা দেওয়ার কোনো মুরোদ হয়নি তোমার। আমার হয়েছে যতো জ্বালা,এই বলে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। কাসিম লাল টকটকে চোখ জোড়া গোল্লা করে বলল,একমুঠো ভাত দিস বলে তোর গায়ে এতো জ্বালা? নে, তোর ভাত খাওয়া নিকুচি করি। এই বলে থালা,বাটি-ঘটি ফেলে দিলো উঠানে। কাসিমের দুই ছেলে,এক মেয়ে। বড় ছেলে সাজুর বয়স দশ বছর। ছোট ছেলে রাজুর বয়স সাত বছর। আর মেয়ে মিলির বয়স চার বছর। সাজু কাজ করে একটা গ্যারেজে। রাজু প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। সাজু ওদের নিয়ে খুব স্বপ্ন দেখে । দুই ভাই বোনকে লেখাপড়া শিখাবে। অনেক বড় করবে । মনে মনে ভাবে,আমার স্বপ্ন ওদের দিয়েই পূরণ করব। মায়ের মুখে হাসি ফোটাবো। বড় হলে মাকেও আর কাজ করতে দেব না অন্যের বাসায়। কাসিমের বউ সখিনা কাজ করে পরের বাড়িতে। কাসিম একদিন রিকসা চালালে তিনদিন বসে বসে তাস খেলে,গাঞ্জা টানে। সংসারের কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। বউটা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। নিজে না খেয়ে মালিকের বাড়ির ভাত এনে সবাই মিলে ভাগ করে খায়। রাজু আর মিলি সারাদিন ক্ষুধার্ত পেটে বসে থাকে মায়ের পথের দিকে। কখন আসবে মা। কখন একমুঠো ভাত খেতে পারবে। অভাব অনাটনের সংসার। তাই দুজনের ভিতর ঝগড়া প্রায় লেগে থাকে । ওদের ঝগড়া শুনে আসলেন পাশের বাড়ীর সাহানা ভাবী। খুবই অমায়িক মানুষ । শিক্ষকতা করেন। সময়ে- অসময়ে তাদের সাহায্য করেন। ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে পড়িয়ে দেন। তিনি দু'এক পা ফেলতে ফেলতে সখিনার উঠানে এসে দাঁড়ালেন। সখিনাকে জিজ্ঞেস করলেন,"কী হয়েছে সখিনা"? থালা বাটির এই হাল কেন? সখিনা উত্তর দিলো,কী আর বলব আপা। সবই আমার কপালের দোষ। তা না হলে এমন স্বামী কপালে জুটবে ক্যান? কোন পাপের শাস্তি আল্লায় আমায় দিছে কে জানে। এর চেয়ে মরণও ভালো। আর সইতে পারিনা আপা। সাহানাকে দেখে কাসিম ঘরের ভিতর চুপ করে রইল। সাহানা কাসিমকে জিজ্ঞেস করলো,ছেলে-মেয়ের জন্য কী কাপড় কিনেছো কাসিম? কাসিম কোনো উত্তর দিলো না। ছকিনা বলল,"সে কপাল কি ওরা করে আইছে"? বাবার হাতের জিনিস পরার? এ জীবনে আমার কিছু দেই নাই,আবার ছেলেমেয়ে। শাহানা আপা কাশিমকে অনেকক্ষণ বোঝালেন। তিনি বললেন,দেখ কাসিম তুমি যা করছো ঠিক করছো না। এ সংসারের দায়িত্ব তোমার। তুমি সবকিছু ছখিনার উপর ছেড়ে দিতে পারো না। তুমি অন্যায় করছো ওদের সাথে। শাহানা উদাহরণ দিয়ে নানা ভাবে কাসিমকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, আমি যা বলার তোমাকে বললাম। আর একবার ভেবে দেখো, কাজগুলো তুমি ঠিক করছো কিনা। এই বলে তিনি চলে গেলেন। শাহানার কথাগুলো তার বুকের ভেতর বাজতে থাকলো। কাসিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে বলল, কি আর করব ছকিনা। এখন আমার শরীরটা আর চলে না।

সখিনা রেগে বলল, তাস খেলার সময় তোমার শরীর খারাপ করে না? গাঞ্জা টানার সময়ও তো শরীর খারাপ করতে দেখিনা। কাজ করতে গেলে তোমার যত শরীর খারাপ হয়। কাসিম উত্তর দিল,শরীরটা চলে না বলেই তো বসে থাকি। ছকিনা আরো বলল, সংসারের প্রতি,সন্তানের প্রতি দায়িত্ব -কর্তব্য থাকলে এমনভাবে তুমি চুপ থাকতে পারতে? যে বয়সে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় সেই বয়সে ছেলেকে পাঠিয়েছো গ্যারেজে। এমন হতভাগ্য বাবা তুমি। একটু বাজার করার সাধ্যও তোমার নেই। কাশিম সকিনার কথাগুলো চুপ করে শুনল। মনে মনে বলল, কাল থেকে সে কাজে বের হবে। যত কষ্টই হোক না কেন। কাল একটু মাছ কিনব। সত্যিই তো, ছকিনা ঠিক বলেছে। কতদিন ওদের মুখে এক টুকরা মাছ তুলে দিতে পারিনি। তাছাড়া শাহানার কথাগুলো তার বুকের ভিতর বাজতে থাকলো। পরের দিন কাশেম রিক্সা নিয়ে বের হলো। দুইশ টাকা ভাড়া মেরে বাজারে গেল বাজার করতে। কতদিন কাশেম নিজ হাতে বাজার করেনি। তাই বাজার সম্পর্কে তার ধারণা কম ছিল । সে ভেবেছিল আজ একটু মাছ কিনবে। বাজারে যেয়ে জিনিসপত্রের দাম শুনে তার চোখ কপালে উঠে গেল। সব জিনিসের আগুনের মত দাম। তাই মাছের বাজারে আর ঢুকতে পারল না। ওই টাকা দিয়ে কোনো রকম চাল,ডাল,তেল কিনে আনলো। বাড়ি এসে দেখে ছকিনা এখনও বাড়ি ফেরেনি । ক্ষুধায় ছেলে মেয়ে দুটো পথের দিকে চেয়ে আছে মায়ের জন্য। বাজার থেকে আসার পর কাশিমের দুশ্চিন্তার কোনো শেষ নেই। কি করে সে সংসার চালাবে। জিনিসপত্রের যে আগুনের মত দাম! না জানি সখিনা এতদিন কত কষ্ট করেছে। এমন সময় সাজু কাজ সেরে বাড়ি ফিরলো। সে বাবার চোখেমুখে দুঃচিন্তার ছাপ দেখতে পেল। বাবার কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বাবা? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কাসিম সাজুর কথার কোনো উত্তর দিল না। সে অপলক দৃষ্টিতে সাজুর দিকে তাকিয়ে রইল। নিজেকে আজ বড্ড অপরাধী ভাবছে সে। ছেলের দিকে তাকিয়ে তার বুকটা ব্যাথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। কাসিম মনে মনে বলল,বাবা আমাকে ক্ষমা করিস। আমি না পারলাম তোদের মুখে ভাত দিতে, না পারলাম একটা কাপড় দিতে। যে কাজটি আজ আমার করার কথা ছিল, তুই সেই কাজটি কাঁধে তুলে নিয়েছিস। সাজুও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। সে ওভারটাইম করে। ওভারটাইমের টাকা গুলো খরচ না করে গুছিয়ে রাখে। সাজু তা থেকে দশ টাকা নিজের জন্য খরচ করে। আর বাকি টাকা মাটির ব্যাংকে জমা রাখে। সেটা পরিবারের কাউকে জানায় না সাজু। সাজু ভাবলো,ব্যাংকটা ভেঙে দেখবো ঈদে সবার জন্য কিছু কিনতে পারি কিনা। গত বছর ঈদের পর থেকে এই টাকাটা খুব কষ্ট করে রেখেছে। মাঝে মাঝে কোনো কাস্টোমার কাজের জন্য খুশী হয়ে বকশিস দিলে সাজু তা খরচ না করে সেটাও ব্যাংকে জমা রাখে। সে কাউকে কিছু না বলে পরের দিন সকালে মাটির ব্যাংকটা প্যাকেটে করে গ্যারেজে নিয়ে গেলো। মাটির ব্যাংকটা ভেঙে টাকাগুলো গুনলো সাজু। চার হাজার আশি টাকা। তার চোখদুটো খুশীতে চকচক করে উঠলো। মায়ের কথা ভাবতেই সাজু'র চোখ থেকে পানি পড়লো। আহারে,মা আমার! কত কষ্ট করে খাওয়ায়। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। বাপটা যে কি! মায়ের কোনদিন একটু সুখ দিতে পারলো না। আজ প্রথম সে মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনলো। শাড়িটা বুকের সাথে ধরে খুশীতে কেঁদে ফেলল। মনে মনে বলল,মা তোর সাজু কোনোদিন তোকে কষ্ট দেবে না। বাপ দেখে না তো কি হয়েছে,? আমি তো আছি। আর কয়টা বছর দেরি কর। আমি আর একটু বড় হলে, তোকে আর পরের বাড়ি কাজ করতে দেবোনা মা। সে বাপের জন্যও একটা পাঞ্জাবি, ভাইয়ের জন্য জামা, আদরের বোন মিলির জন্য লাল ফ্রক, জুতা, ফিতা, রেশমি চুড়ি, মেহেদী কত কিছু কিনলো। সেমাই, চিনি, মুরগী সব কিনলো। এদিকে সখিনা ভেবে অস্থির। কান্নায় বুকটা তার খান খান হয়ে যাচ্ছে। রাত পোহালেই ঈদ। ছেলে-মেয়ের মুখে কিছুই তুলে দিতে পারবেনা। জামাকাপড় তো দুরের কথা। একটু সেমাইও না। এমন সময় সাজু মা মা করে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকলো। সাজুর হাতে অনেক জিনিসপত্র দেখে মা অবাক হয়ে গেলো। সখিনা সাজুকে বাজান বলে ডাকে। সখিনা জিজ্ঞেস করলো,বাজান তোর হাতে এত সব কি? সাজু হাসিমুখে মায়ের হাতটা ধরে কাছে বসালো। শাড়িটা বের করে মাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর একে একে সবার জামাকাপড় বের করে দিলো। এতো টাকা কই পায়ছিস বাজান? সাজু সব কথা খুলে বলল। সখিনাও ছেলেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলল,বাজান রে তোর মতো ছেলে পাওয়া ভাগ্যের ব্যপার। খুশীতে সাজুর চোখে,মুখে,কপালে চুমু খেতে খেতে বলল, আল্লাহ আমার বাজানরে আমার মাথায় যতো চুল তার চেয়ে বেশী হায়াত দিক। রাজু,মিলি খুশিতে ডগমগ হয়ে গেলো। এমন খুশীর দিন সাজু এর আগে কখনও দেখেনি। মায়ের এই খুশী ভরা মুখখানা স্বর্গের চেয়েও দামী মনে হলো। কাসিম ঘর থেকে বের হয়ে সাজুকে ধরে কেঁদে ফেললো । সাজু বাবার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বাবাকে পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দিয়ে বলল,আমার বাবাকে কত সুন্দর লাগছে। কাসিম সাজুকে বুকে ধরে বলল,আমি এবার থেকে কাজ করব বাবা। তুই আমার চোখ খুলে দিয়েছিস। আমাকে তোরা মাফ করে দে। ঈদের চাঁদ সেদিন সত্যিই সখিনার আঙিনাতে নেমে এসেছিল। ওদের খুশীর জোয়ার আকাশ বাতাসও মুখরিত ছিল। একটুখানি সুখ দিয়ে সেদিন কিনেছিল এক স্বর্গ পৃথিবী। সাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল খুশীর বন্যা। নিজের অজান্তে দু'ফোটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো সাহানার চোখ থেকে।

চেনা শহরের বুকে

শংকর সাহা

দেখতে দেখতে প্রায় তিনবছর হয়ে গেল দেশ ও পরিবার ছেড়ে আসা। সেই অপরিচিত কলকাতা শহরটি আজ যেন ওসমানের কাছে ধীরে ধীরে চেনাশহর হয়ে উঠেছে। শুধু শহর কলকাতা না আজ সে যেন গাঙ্গুলী বাড়ির এক সদস্যও হয়ে উঠেছে। সে রাতের কথা ওসমান আজও ভোলেনি। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গাঙ্গুলী বাড়ির সামনে পড়েছিল সে।তখন গাঙ্গুলী বাড়ির সদস্যরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করায় আর তখন থেকেই গাঙ্গুলী বাড়ির নীচ তলার ঘরটা যেন ওসমানের অচেনা শহরে মাথা গোঁজার একটি আশ্রয় হয়ে উঠে।

প্রতিবার ঈদের সময় নিজের দেশের বাড়িতে যায় সে। কিন্তু এবারে লকডাউনের জেরে সে বাড়িতেও যেতে পারেনি। প্রতিদিন সকাল হলে স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে ফেরি করতে বেরিয়ে যায় বিভিন্ন অলিগলিতে। এবাড়ির প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে প্রায় মিশে গছে ওসমান। গাঙ্গুলী বাড়ির ছোটো সদস্য তন্নির খেলার সাথী হয়ে উঠেছে ওসমান । তন্নিকে সে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করে সে। সেদিন ছিল সোমবার ঈদের দিন। ওসমানের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করে গাঙ্গুলী বাড়ির লোকরা। তারজন্যে নতুন পোষাক,মিস্টি,সেমাইয়ের পায়েস বানিয়ে রাখে ।ওসমান মসজিদে যায় নামাজ পড়তে।

ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় সকাল পেরিয়ে গেছে। হঠাৎই পাড়ার এক ছেলে এসে খবর দেয় রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে মোহিত। (মোহিত) গাঙ্গুলী বাড়ির ছেলে,তন্নির বাবা। সবাই মিলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। খবর শোনামাত্র সবাই ছুটে যায় হাসপাতালে। মসজিদে খবর যায় ওসমানের কাছে। সেও ছুটে যায় হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুরা জানান, প্রচুর রক্ত লাগবে।কিন্তু রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ যা সচরাচর পাওয়া যায়না। এদিকে ওসমানের রক্তের গ্রুপও ও নেগেটিভ। সে রক্ত দিতে চায় বলে ডাক্তারদের সাথে কথা বলে।

ওসমানের রক্তে অপারেশন সাকসেস ফুল হয় ডাক্তারদের। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে মোহিতের। মাথার ছোট লাগলেও সবাইকে চিনতে পারে মোহিত। দূরে তখন দাঁড়িয়ে ওসমান। তন্নি বাবার কাছে গিয়ে বলে," জান তো বাবা,ওসমান কাকুই তোমায় রক্ত দিয়েছে।"

ওসমানের দিকে চেয়ে মোহিত ক্ষীণস্বরে তাকে ডাকে," কি রে ওসমান দূরেই দাঁড়িয়ে থাকবি,কাছে আয় ওসমান?" ওসমান ধীরে ধীরে মোহিতের কাছে যায়। ওসমানের হাতটি শক্ত করে ধরে মোহিত বলে," জানিস ওসমান, ছোটবেলায় আমার ভাই ছিলনা বলে খুব কাঁদতাম। কিন্তু আজ জানলাম তুইই আমার ভাই। আজকে ঈদের দিনে তুই যেভাবে রক্ত দিয়ে আমায় বাঁচালি কোনোদিনই ভুলবো নারে !"

ওসমান নির্লিপ্ত ভাবে চেয়ে থাকে মোহিতের দিকে। চোখে যে তার জল বেয়ে পড়ছে। হঠাতই পশ্চিম পাড়ার মসজিদ থেকে নামাজের সুর ভেসে এলো ..

ছড়া-ছড়ি

গরীবের ঈদ

মোঃ আশতাব হোসেন

ঐযে দেখো চাঁদ উঠেছে
ঠোঁটের মতো করে,
খোকা বলে তবে কি মা
ঈদ হবে কাল ভোরে?
মায়ের চোখে বন্যা নামে
ঘরে নেই যে কিছু,
কেমন করে হবে যে ঈদ
মায়ের মাথা নিচু।
ছোট্ট খোকা অবুঝ সোনা
অভাব কি আর বোঝে,
মায়ে বলে গরীব বাবা
ঈদের চাঁদ না খোঁজে।
খোকা বলে সবাই কেনো
ঈদের চাঁদ যে বলে?
দুঃখী মা তার আচল তলে
ভাসে চোখের জলে!

বিপ্লবী বীর

রাজীব হাসান

অধিকার আদায়ে সংগ্রাম
করে বিপ্লবী বীর
গোলার বিপরীতে ছোড়ে
কথার তীক্ষ্ণ তীর।
অন্যায়ে যার কণ্ঠ স্ব-রব
কিছুতে নেই ভয়
বিপ্লবী আর বীরপুরুষরা
এমন বুঝি হয়।
প্রতিবাদ যার রক্তের নেশা
অন্যায় নাহি সয়
যুগে যুগে সেই বীরেরাই
মহান হয়েই রয়।
আমি আজ বিপ্লবী হবো
দেশের কল্যাণে
মানুষের ন্যায্য অধিকার
যেন কাছে টানে।

৩৬৮ দিন, ৫০০০ মিনিট, ৬১ ম্যাচ অপরাজিত রদ্রি

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল দলীয় খেলা। তাই দল সবকিছুর ঊর্ধ্বে কিংবা কোনো খেলোয়াড়ই দলের চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নয়– কথাগুলো প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু একটা দলকে তো কোনো না কোনো খেলোয়াড়ই জেতান। কখনো কখনো সেই খেলোয়াড় ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন, মৌসুমজুড়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করে হয়ে ওঠেন দলের অপরিহার্য অংশ। তিনি দলে থাকলে কতটা প্রভাব ফেলেন, কীভাবে দুদলের মধ্যকার ব্যবধান গড়ে দেন; হয়তো তা বোঝা যায় না। কিন্তু না থাকলে তাঁর অভাব হাড়ে হড়ে টের পাওয়া যায়।

বর্তমান সময়ে এমন একজন ফুটবলারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতে গেলে রদ্রির নাম ওপরেই দিকেই থাকবে। ম্যানচেস্টার সিটির এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অপরাজিত। মানে তিনি মাঠে নেমেছেন, এমন ম্যাচে হারেনি তাঁর দল! সর্বশেষ গত বছরের ২৮ মার্চ উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাই পর্বের ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কাছে ২–০ ব্যবধানে হেরেছিল স্পেন। সেদিনের পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি খেলেছেন, এমন ম্যাচে জাতীয় দল ও ক্লাব হয় জিতেছে নয়তো ড্র করেছে।

এ সময়ে রদ্রির পরিসংখ্যানটা চোখ কপালের তোলার মতোই। ৩৬৮ দিনে খেলেছেন ৬১ ম্যাচ। এর মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটি ও স্পেনের হয়ে জিতেছেন ৪৮ ম্যাচ, শতকরা হিসাবে 'লেটার মার্কসের' কাছাকাছি–৭৮.৬৯। বাকি ১৩ ম্যাচ ড্র করেছে তাঁর দল। এ সময়ে তিনি মাঠে ছিলেন ঠিক ৫০০০ মিনিট।

সর্বশেষ গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের সঙ্গে ৩–৩ গোলে ড্র করেছে স্পেন। ওই দিন পেনাল্টি থেকে জোড়া গোল করেছেন রদ্রি। এ ম্যাচে মধ্য দিয়ে ১ বছর অপরাজিত থাকার কীর্তি গড়েছেন ২৭ বছর বয়সী ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।

'অজেয়' থাকার অবিশ্বাস্য যাত্রাপথে রদ্রি জিতেছেন ছয়–ছয়টি শিরোপা। সিটির হয়ে ট্রেবল (ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ) জয়ের পর উঁচিয়ে ধরেছেন উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ট্রফি। স্পেনের হয়ে জিতেছেন উয়েফা নেশনস লিগ, যা ছিল দেশটির ১১ বছর পর প্রথম ট্রফির স্বাদ।

চ্যাম্পিয়নস লিগ আর নেশনস লিগের ফাইনাল হয়েছিল মাত্র ৮ দিনের ব্যবধানে। এত কম সময়ে ক্লাব ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দুটি মহাদেশীয় শিরোপা জয়ে সতীর্থ আইমেরিক লাপোর্তের সঙ্গে যৌথ কীর্তি তো গড়েছেনই, একই বছরে উয়েফা আয়োজিত দুটি প্রতিযোগিতায় একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাওয়ার অনন্য নজিরও গড়েছেন।

গত এক বছরের হিসাব বাদ দিয়ে শুধু ক্লাবকে বিবেচনায় নিলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন রদ্রি। গত ৩ মার্চ প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩–১ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় ম্যানচেস্টার সিটি। এর মধ্য দিয়ে তিনি সিটির হয়ে টানা ৫৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়েছেন, যা ১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল চেলসির রিকার্দো কারভালিওর দখলে।

পর্তুগালের সাবেক এই সেন্টার–ব্যাক ২০০৬ সালে নভেম্বর থেকে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চেলসির হয়ে টানা ৫৮ ম্যাচ অপরাজিত ছিলেন।

২০১৯ সালে আতলেতিকো মাদ্রিদ ছেড়ে সিটিতে যোগ দেন রদ্রি। একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হয়েও সিটির জার্সিতে এখন পর্যন্ত পাঁচ মৌসুমের চারটিতেই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি গোলে অবদান রেখেছেন।

ইস্তাম্বুলে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ফাইনালে তাঁর গোলেই পরম আরাধ্যের চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল সিটি।

কিছু জেতেনি কিন্তু মনে করে সবই জিতেছে, কোহলির আরসিবির উদ্দেশে গম্ভীর

আপনজন ডেস্ক: গৌতম গম্ভীর ও বিরাট কোহলির সম্পর্কের বৈরিতা ভারতের ক্রিকেটে বহুল আলোচিত বিষয়। যদিও গতকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে বৈরিতার রেশ ছিল না।

বরং ম্যাচের 'টাইম আউট'-এর সময়ে কোহলি-গম্ভীর হাত মিলিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। এ সময় দুজনকে কিছু সময় হাসিমুখে কথা বলতেও দেখা যায়। যদিও এই দৃশ্যটি দুজনের সম্পর্কের নিখুঁত ছবি নয়! গতকাল স্টার স্পোর্টস প্রকাশিত এক ভিডিওতে গম্ভীর যা বলেছেন তাতে স্পষ্ট, শুধু কোহলিতেই নয়, গম্ভীরের 'সমস্যা' পুরো আরসিবিকে নিয়েই! কলকাতা-বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়েই কোহলি-গম্ভীরের প্রথম বৈরিতার শুরু হয়েছিল। ২০১৩ আইপিএলে প্রথমবার বিবাদে জড়িয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের গম্ভীর ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোহলি। দুজনই তখন নিজ নিজ দলের অধিনায়ক।

এরপর গত মৌসুমে কোহলি-গম্ভীর আবার দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন। সেবার গম্ভীর ছিলেন লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের পরামর্শক। এবার গম্ভীর কলকাতার পরামর্শক। যে কলকাতাকে তিনি দুবার অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা জিতিয়েছেন।

স্টার স্পোর্টসে প্রকাশিত ভিডিওতে গম্ভীর বলেছেন, 'একটা দলকে আমি সব সময় হারাতে চাইতাম, সম্ভবত সেটা আমার স্বপ্নেও, সেই দলটা আরসিবি।' কেন এই প্রশ্নে উঠে আসে আরসিবির মনোভাবের প্রশ্ন, যা পছন্দ ছিল না গম্ভীরের, 'আমি চাইতাম (হারাতে)। স্কোয়াডে ক্রিস গেইল, বিরাট কোহলি, এবি ডি ভিলিয়ার্স–সবাই আছেন। সম্ভবত তারা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বড় নামের দল, বর্ণাঢ্য। তবে তারা কিছুই জিততে পারেনি, তবে মনে করে সবই জিতেছে। এই মনোভাব আমি নিতে পারি না।'

এরপর বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে তাদের সেরা তিন জয়ের কথা মনে করিয়ে দেন গম্ভীর, 'কেকেআরের সেরা তিনটি জয়ই আরসিবির বিপক্ষে। আইপিএলের প্রথম ম্যাচ, ব্রেন্ডন ম্যাককালামের সেই দুর্দান্ত ইনিংস। ৪৯ রানে অলআউট, ৬ ওভারে ১০০ রান, সম্ভবত ওই একবারই প্রথম ৬ ওভারে আইপিএলে ১০০ রান উঠেছে। আমরা সব সময়ই জানতাম, তারা খুবই শক্তিশালী দল। সম্ভবত সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ইউনিট।'

এই দুই দলের প্রথম লড়াইয়ে অবশ্য জিতেছে কলকাতাই। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরুকে তারা হারিয়েছে ৭ উইকেটে। এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয় পেয়েছে কলকাতা। বেঙ্গালুরু ৩ ম্যাচ খেলে জিতেছে ১টিতে।

ভেঙ্কটেশ মারলেন ১০৬ মিটার, আইপিএলে সবচেয়ে বড় ছক্কা কার

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে গতকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের প্রথম ছক্কা কি মনে আছে? নবম ওভারে বেঙ্গালুরুর বাঁহাতি স্পিনার মায়াঙ্ক দাগারের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে লং অন দিয়ে বিশাল ছক্কা মারেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ব্যাটসম্যান। আইপিএলের এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বড় ছক্কা–১০৬ মিটার দূরত্ব পার করেন ভেঙ্কটেশ।

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানিয়েছে, গত বুধবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ১০৩ মিটার দূরত্বের ছক্কা মেরেছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ইশান কিষান। তাঁর সেই ছক্কাকে পেছনে ফেলে এবার আইপিএলে সবচেয়ে ছক্কা মারার তালিকায় শীর্ষে উঠলেন ভেঙ্কটেশ। আইপিএলে পৃথিবীর সেরা সব হার্ডহিটার ব্যাটসম্যানরা খেলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই টুর্নামেন্টে ছক্কাবৃষ্টি এবং বড় বড় সব ছক্কাই প্রত্যাশিত। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এবারসহ আইপিএলের মোট ১৭ সংস্করণের মধ্যে গত বছর আইপিএলে ছক্কা হয়েছে সবচেয়ে বেশি–১১২৪টি!

বেঙ্গালুরুর দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান ফাফ ডু প্লেসি ২০২৩ সালের সংস্করণে ১১৫ মিটার দূরত্বের ছক্কাও মেরেছেন। আর আইপিএলের এক মৌসুমে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৩৬ ছক্কা মারার রেকর্ডও গত বছরই গড়েন ডু প্লেসি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ছক্কাটি কে মেরেছেন? সে জন্য ফিরে তাকাতে হবে ২০০৮ আইপিএলের প্রথম মৌসুমে। সেবার চেন্নাই সুপার কিংসের প্রোটিয়া অলরাউন্ডার অ্যালবি মরকেল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ১২৪ মিটার দূরত্বের ছক্কা মেরেছিলেন।

মজার ব্যাপার, সে মৌসুমেই রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে একই দূরত্বের ছক্কা মারেন বেঙ্গালুরুর পেসার প্রাভিন কুমার ! আইপিএল ইতিহাসে মরকেল ও প্রাভিনের সেই ছক্কা দুটিই সবচেয়ে বড়। আইপিএলে মাত্র শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত হয়েছে মাত্র ১০ ম্যাচ। নিশ্চিতভাবেই সামনে ছক্কার নতুন নতুন কীর্তি আরও দেখা যাবে।

আইপিএলে প্রতি মৌসুমে সবচেয়ে বড় ছক্কা

বছর	খেলোয়াড়	দল	ছক্কার দূরত্ব
২০০৮	অ্যালবি মরকেল	চেন্নাই	১২৪ মিটার
২০০৯	যুবরাজ সিং	পাঞ্জাব	১১৯ মিটার
২০১০	রবিন উথাপ্পা	বেঙ্গালুরু	১২০ মিটার
২০১১	অ্যাডাম গিলক্রিস্ট	পাঞ্জাব	১২২ মিটার
২০১২	এমএস ধোনি	চেন্নাই	১১২ মিটার
২০১৩	ক্রিস গেইল	বেঙ্গালুরু	১১৯ মিটার
২০১৪	ডেভিড মিলার	পাঞ্জাব	১০২ মিটার
২০১৫	ডি ভিলিয়ার্স	বেঙ্গালুরু	১০৮ মিটার
২০১৬	বেন কাটিং	সানরাইজার্স	১১৭ মিটার
২০১৭	ট্রাভিস হেড	সানরাইজার্স	১০৯ মিটার
২০১৮	ডি ভিলিয়ার্স	বেঙ্গালুরু	১১১ মিটার
২০১৯	এমএস ধোনি	চেন্নাই	১১১ মিটার
২০২০	নিকোলাস পুরান	পাঞ্জাব	১০৬ মিটার
২০২১	রুতুরাজ	চেন্নাই	১০৮ মিটার
২০২২	লিয়াম লিভিংস্টোন	পাঞ্জাব	১১৭ মিটার
২০২৩	ফাফ ডু প্লেসি	বেঙ্গালুরু	১১৫ মিটার

প্রিমিয়ার লিগ যেভাবে গোলের রাজ্য

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল গোলের খেলা হলেও গোল না হওয়া নিশ্চিত করতে এমন কোনো কাণ্ড নেই, যা করা হয় না। এরপরও সব বাধা ডিঙিয়ে দলগুলো ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে যাচ্ছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ তো এবার ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোলের নতুন রেকর্ডই দেখে ফেলল।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ মৌসুমে কেন এত গোল হলো? দুর্দান্ত ফিনিশিং, গোলকিপারের ভুল, নাকি ম্যাচের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য?

প্রিমিয়ার লিগে গোলসংখ্যা বাড়ার ক্ষেত্রে হয়তো এসব বিষয়ের কমবেশি অবদান আছে। তবে কারণ যা-ই হোক, প্রিমিয়ার লিগের গোলের উচ্চ হার রোমাঞ্চ ফিরিয়ে আনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রাও বদলে দিয়েছে।

প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমপ্রতি গোলসংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে, ২০২২-২৩ মৌসুমে ম্যাচপ্রতি গোল হয়েছিল গড়ে ২.৮৫টি। ২০২১-২২ মৌসুমে ছিল ২.৮২টি। তবে চলতি ২০২৩-২৪ মৌসুমে গোলের এ সংখ্যা সব হিসাব-নিকাশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত মাঠে গড়ানো ২৮৩ ম্যাচে গোল হয়েছে ৯১৭টি; ম্যাচপ্রতি গড়ে ৩.২৪টি (প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে সর্বোচ্চ), যা আগের মৌসুমগুলোর চেয়ে তো বটেই, ইংলিশ ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তর হিসাব করলেও ১৯৬৪-৬৫ মৌসুমের (৩.৩৪) পর সবচেয়ে বেশি।

মৌসুমে বাকি সময় যদি ম্যাচপ্রতি গড়ে ৩.২৪টি গোল হতে থাকে, তাহলে মৌসুম শেষে গোলসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১২৩১-এ, যা কিনা ২০২২-২৩ মৌসুমের চেয়ে ১৪৭টি বেশি। গত মৌসুমে গোল হয়েছিল ১০৮৪টি।

গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে ৫ বা এর বেশি গোল হয়েছিল ১৬.৪ শতাংশ ম্যাচে, যা কিনা আগের ১০ মৌসুমে গড়ে ১৪.২ শতাংশে হওয়া গোলের চেয়ে বেশি। তবে চলতি মৌসুমে ২১.৬ শতাংশ ম্যাচে গড়ে ৫ বা এর বেশি করে গোল হয়েছে। পরিসংখ্যানের পার্থক্যই বলে দিচ্ছে, ম্যাচপ্রতি গোলসংখ্যা কতটা বেড়েছে।

পয়েন্ট তালিকার নিচের দিকে থাকা দলগুলোর গোল খাওয়া এ সংখ্যা বাড়ানোয় বড় ভূমিকা রেখেছে। গত মৌসুমে তলানির ছয় দল গোল হজম করেছিল ৪১৫টি। এ মৌসুমে এখনই সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৪১। সামনের ম্যাচগুলোতে এ সংখ্যা নিশ্চিতভাবে আরও অনেক বাড়বে।

গোল খাওয়ায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে শেফিল্ড ইউনাইটেড। দলটি লিগে এখন পর্যন্ত ৭৪ গোল হজম করেছে। যে গতিতে শেফিল্ড গোল হজম করছে, সেটি অব্যাহত থাকলে গোল খাওয়ার নতুন রেকর্ডও হতে পারে। এর আগে সুইনডন টাউন ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে ৪২ ম্যাচের লিগে ১০০ গোল খেয়ে বিব্রতকর রেকর্ড গড়েছিল। শেফিল্ড গোল হজমের ধারা বজায় রাখলে রেকর্ডটি ভেঙে যেতে পারে।

প্রিমিয়ার লিগের গোল হওয়ার এ ধারা ইউরোপের অন্যান্য লিগ বিবেচনায় নিলেও অনন্য। এ মৌসুমে ম্যাচপ্রতি গোলে জার্মান বুন্দেসলিগা প্রিমিয়ার লিগের কাছাকাছি আছে। বুন্দেসলিগায় ম্যাচপ্রতি গোল হয়েছে ৩.২১টি। তবে সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোয় বুন্দেসলিগার ক্লাবগুলো গোল করার হার এমনিতেই বেশি ছিল। এ ছাড়া ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের মধ্যে স্প্যানিশ লা লিগায় ২.৬৪, ইতালিয়ান সিরি 'আ'-তে ২.৬১ এবং ফরাসি লিগ আঁতে ম্যাচপ্রতি ২.৫৮টি গোল দেখা গেছে।

প্রিমিয়ার লিগ ও বুন্দেসলিগায় গোলসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ম্যাচপ্রতি গোলের উদ্দেশে শট নেওয়ারও সংযোগ রয়েছে। বুন্দেসলিগায় এ মৌসুমে শট নেওয়া হয়েছে ম্যাচপ্রতি ২৭.৪টি, প্রিমিয়ার লিগে সেটি ২৭.২টি। এরপর সিরি 'আ'তে ২৫.৪ এবং লিগ আঁতে ২৫.৩টি শট দেখা গেছে। আর লিগায় ম্যাচপ্রতি শট দেখা গেছে ২৪.৬টি।

প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচপ্রতি ২৭.২টি শট ২০১২-১৩ (২৭.৮) মৌসুমের পর সবচেয়ে বেশি। এর আগে ২০২১-২২ মৌসুমে ১০৭১ গোলের জন্য নেওয়া হয়েছে ৯২৪৭টি শট (ম্যাচপ্রতি ২৫.৭টি)। গত মৌসুমে ৯৬০৯ শটে হয়েছিল ১০৮৪টি গোল (ম্যাচপ্রতি ২৫.৩টি শট)।

এ ছাড়া রূপান্তর হার বৃদ্ধিও এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত শট নিয়ে গোলে রূপান্তরিত হওয়ার হার ১১.৯ শতাংশ, যা আগের মৌসুমের চেয়ে ০.৬ শতাংশ বেশি। গত মৌসুমে রূপান্তরের হার ছিল ১১.৩ শতাংশ।

কবে মাঠে ফিরবেন মেসি, জানালেন মায়ামি কোচ

আপনজন ডেস্ক: হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে ভুগছেন লিওনেল মেসি। চোটের কারণে চলতি মাসের অর্ধেক সময় দর্শক হিসেবেই কেটেছে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের। আগামীকাল মেজর লীগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষেও নেই তিনি। ভক্ত-সমর্থকদের প্রশ্ন, চোট সারিয়ে কবে মাঠে ফিরবেন লিও? সেই উত্তর দিয়েছেন ইন্টার মায়ামির সহকারী কোচ জাভিয়ের মোরালেস।

গত ১৪ই মার্চ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে নাশভিলেকে ৩-১ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। দলের দাপুটে জয়ে একটি করে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। এরপর মায়ামির তিন ম্যাচে অনুপস্থিত মেসি।

আন্তর্জাতিক বিরতিতে খেলতে পারেননি আর্জেন্টিনার দুই ম্যাচ। এমএলএসে নিউইয়র্ক সিটির মুখোমুখি হওয়ার আগে ইন্টার মায়ামির সহকারী কোচ জাভিয়ের মোরালেস বলেন, 'লিও ফিজিওদের সঙ্গে কাজ করছেন। সে আগামীকালের ম্যাচেও খেলতে পারবেন না।' আগামীকাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি ও নিউইয়র্ক সিটি।

আগামী ৪ঠা এপ্রিল ভোরে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে সিএফ মন্টেরিকে আতিথ্য দেবে ইন্টার মায়ামি।

সেই ম্যাচে মেসিকে পাওয়ার আশাতেই তার বিশ্রাম বাড়িয়ে

দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করে জাভি বললেন, 'মিথ্যা সহ্য করব না'

আপনজন ডেস্ক: দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা স্বীকার করেছেন বার্সেলোনা কোচ জাভি হার্নান্দেজ। সে সঙ্গে হুঁশিয়ার করে দিয়ে জাভি বলেছেন, কোনো ধরনের মিথ্যা তিনি সহ্য করবেন না। যে দুজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে জাভি মামলা করেছেন, তাঁদের নাম হাভিয়ের মিগুয়েল ও ম্যানুয়েল জাবোইস। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এ দুজনের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন বার্সা কোচ।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করার সত্যতা স্বীকার করার সময় জাভি বলেছেন, 'এমনটা আমার সঙ্গে এর আগে কখনোই হয়নি। আমি সমালোচনা বুঝতে পারি, তবে সবকিছুর একটা সীমা আছে। আমি যা সহ্য কবর না, তা হলো, মিথ্যা এবং মনগড়া পরিস্থিতি তৈরি করা। আমার মনে হয়, এটা বলার সময় হয়েছে যে অনেক হয়েছে। এটা অনেক বড় মিথ্যা।' সম্প্রতি মিগুয়েল নামের এক সাংবাদিক বিভিন্ন স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে দাবি করেন, জাভি তাঁর কোচিং স্টাফদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। বার্সা কোচ নাকি স্টাফদের ফোন টেবিলের ওপর রাখতে বলেছিলেন–তাঁদের মধ্য থেকে কেউ তথ্য ফাঁস করেছে কি না সেটা বোঝার জন্য। তবে এমন

URGENT VACANCIES

APEX TEACHERS' TRAINING COLLEGE

Kaukepara, Berachampa, Deganga, North 24Pgs 743424

Wanted HOD, Asst. Prof. of Languages (Bengali, English, Sanskrit), Foundation of Education, Science (Physics, Chemistry, Biology, Environmental Sc.), Social Science (History, Geography, Political Science), Mathematics, Fine Arts / Performing Arts, Health & Physical Education, Librarian for D El.Ed. Section. Qualification as per NCTE Norms.: M.A. / M.Sc. & M. Ed. (For Foundation B.Ed.). Send your CV within 7 days to apexttcollege@gmail.com

মহামেডানের ড্র

শনিবার আইলিগের ম্যাচে ইন্টার কাশির সঙ্গে ড্র করল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ফলাফল ১-১। এই নিয়ে পরপর দুই ম্যাচ ড্র করল মহামেডান। যদিও ২২ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে তারা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**